ভাষা প্রবেশ ১ম, ২য়

অ আ ই ঈ

উ ঊ ঋ ঌ

এ ঐ ও ঔ

৫। হ ই

৬। ঢ ট

৭। থ খ

৮। ন ণ ল

৯। এ ঐ ঞ

১০। চ ছ

১১। দ

১২। গ প

১৩। ম স

১৪। ঈ

১৫। ঠ ঌ ৎ

উপরি লিখিত তালিকার মধ্যে যে গুলির গঠনসাদৃশ্য আছে, সেগুলি একত্র লিখিত হইয়াছে। প্রতি ছত্রের আদ্য অক্ষর হইতে সেই ছত্রের অপর অক্ষরগুলির গঠন সহজে শিখান যাইবে। যথা, 'ত' হইতে 'অ' ও 'থ'। 'ভ' কে ভাঙ্গা 'ত' বলিতে পারেন, কারণ 'ত' এর পুঁটুলির কাছে ভাঙ্গিয়া দিলে 'ভ' হয়।

অক্ষরের নাম শিখিবার প্রয়োজন নাই, শুধু লিখিতে অভ্যাস করিবে।

ক খ গ ঘ ঙ

চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ

ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম

য র ল ব

শ ষ স হ

ড় ঢ় য়

ং ঃ

পরীক্ষা।

ন   হ   ম   ই   র   প

ও   ৯   দ   অ   স   চ

ঝ   ত   ফ   ত   ক   ণ

ল   খ   শ   ঝ   গ   ষ

ঙ থ ধ ষ ঘ ঠ

জ ট ব উ ছ ঢ

ভ অ ঊ ড এ ঞ

আ ৎ ঃ ং য় ঢ়

নিম্নলিখিত অংশটী হইতে শিক্ষক বালকদিগকে কোনও একটী অক্ষর বাহির করিতে দিবেন। যথা—'ক' 'ল' 'ই' 'ত' কোথায় আছে বাহির কর।

কলিকাতায় কালী দেখিতে চল। কমলা তাহার ছোট ভাই তুলসীকে খুব ভালবাসে। রাম দশ-রথের ছেলে। ঈশান ঘটকের বাড়ী রামায়ণ গান হয়। ময়লা কাপড় জামা পরা ভাল নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়—বর্ণযোজনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ—স্বর-ব্যঞ্জন-যোজনা।

দুইটী অক্ষর পাশাপাশি বসাইলে যে শব্দ গঠিত হয়, তাহার উচ্চারণ এইবার শিখিবে। প্রথমে একটী অক্ষর ঠিক্ রাখিয়া পরে যথাক্রমে ক হইতে আরম্ভ করিয়া হ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষর বসাইয়া প্রত্যেকটীর কি উচ্চারণ তাহা শিখাইবেন। শিক্ষক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন যে অধিক অভ্যাস ব্যতীত বালকগণ বর্ণের উচ্চারণ আয়ত্ত করিতে পারে না। প্রথমে 'অ' রাখিয়া দ্বিতীয় বর্ণটী বদলাইয়া শব্দ প্রস্তুত করিয়া তাহার উচ্চারণ জিজ্ঞাসা করিবেন। যথা—'অ' আর 'প' পাশাপাশি থাকিলে কি কথা হয়? 'অ' আর 'ত' তে কি হয়? এইরূপে 'অ' আর 'ব', 'অ' আর 'ল' ইত্যাদি। পরে শব্দটী উচ্চারণ করিয়া বানান করিতে দিবেন। যথা, বল দেখি 'অর' কোন কোন অক্ষরে হয়? 'অভ' কিসে কিসে হয়? ইত্যাদি। এইরূপে 'অ' দেওয়া শব্দের উচ্চারণ তাহাদের কাণে লাগিয়া যাইবে। ক্রমে ক্রমে 'অ' র পরিবর্ত্তে অন্য স্বর দিয়া এইরূপ শিক্ষা দিবেন। শব্দগুলি অর্থবোধক হইবার আবশ্যক নাই।

বালকদিগকে 'ন' ও 'ণ', 'জ' ও 'য' এবং 'শ' 'ষ' 'স' এ গুলির প্রভেদ লইয়া প্রথম প্রথম পীড়াপীড়ি করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল মাত্র দীর্ঘ ঈ ও দীর্ঘ ঊ উচ্চারণ করিয়া যতটুকু শিখান যায়, তাহাই যথেষ্ট।

অক অছ অড অদ অব অল

অখ অজ অঢ অধ অভ অশ

অগ অঝ অণ অন অম অষ

অঘ অট অত অপ অয অস

অচ অঠ অথ অফ অর অহ

আক	আছ	আড	আদ	আব	আল
আখ	আজ	আঢ	আধ	আভ	আশ
আগ	আঝ	আণ	আন	আম	আষ
আঘ	আট	আত	আপ	আয	আস
আচ	আঠ	আথ	আফ	আর	আহ

ইক	ইছ	ইড	ইদ	ইব	ইল
ইখ	ইজ	ইঢ	ইধ	ইভ	ইশ
ইগ	ইঝ	ইণ	ইন	ইম	ইষ
ইঘ	ইট	ইত	ইপ	ইয	ইস
ইচ	ইঠ	ইথ	ইফ	ইর	ইহ

এইরূপে প্রথম অক্ষরের স্থানে যথাক্রমে ঈ হইতে ঔ পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্বরবর্ণ দিয়া উচ্চারণ শিখাইবেন। যথা—

ঈক	ঈখ	...	...	ঈস	ঈহ
উক	উখ	...	...	উস	উহ
ঊক	ঊখ	...	...	ঊস	ঊহ
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
ওক	ওখ	...	...	ওস	ওহ
ঔক	ঔখ	...	...	ঔস	ঔহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত ব্যঞ্জন বর্ণ যোজনা।

স্বরব্যঞ্জন যোজনা যে উপায়ে শিখান হইল, ঠিক সেই উপায় অবলম্বন করিয়াই ইহাও শিখাইতে হইবে।

কক	কছ	কড	কদ	কব	কল
কখ	কজ	কঢ	কধ	কভ	কশ
কগ	কঝ	কণ	কন	কম	কষ
কঘ	কট	কত	কপ	কয	কস
কচ	কঠ	কথ	কফ	কর	কহ

খক	খছ	খড	খদ	খব	খল
খখ	খজ	খঢ	খধ	খভ	খশ
খগ	খঝ	খণ	খন	খম	খষ
খঘ	খট	খত	খপ	খয	খস
খচ	খঠ	খথ	খফ	খর	খহ

খক খছ খড খদ খব খল

খখ খজ খঢ খধ খভ খশ

খগ খঝ খণ খন খম খষ

খঘ খট খত খপ খয খস

খচ খঠ খথ খফ খর খহ

গক	গছ	গড	গদ	গব	গল
গখ	গজ	গঢ	গধ	গভ	গশ
গগ	গঝ	গণ	গন	গম	গষ
গঘ	গট	গত	গপ	গয	গস
গচ	গঠ	গথ	গফ	গর	গহ

এইরূপে প্রথম অক্ষরের স্থানে যথাক্রমে ঘ হইতে হ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষর একে একে বসাইয়া উচ্চারণ শিখাইবেন। যথা—

ঘক ঘখ ঘগ ... ... ঘস ঘহ

চক চখ চগ ... ... চস চহ

... ...

... ...

সক সখ সগ ... ... সস সহ

হক হখ হগ ... ... সহ হহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত ব্যঞ্জন বর্ণ যোজনা।

এতক্ষণ দুইটী অক্ষরের প্রথমটী ঠিক রাখা হইয়াছে। এইবার প্রথমটী বদলাইয়া শেষের অক্ষরটী ঠিক রাখিয়া উচ্চারণ শিখাইবেন।

কক	ছক	ডক	দক	বক	লক
খক	জক	ঢক	ধক	ভক	শক
গক	ঝক	ণক	নক	মক	ষক
ঘক	টক	তক	পক	যক	সক
চক	ঠক	থক	ফক	রক	হক

কখ	ছখ	ডখ	দখ	বখ	লখ
খখ	জখ	ঢখ	ধখ	ভখ	শখ
গখ	ঝখ	ণখ	নখ	মখ	ষখ
ঘখ	টখ	তখ	পখ	যখ	সখ
চখ	ঠখ	থখ	ফখ	রখ	হখ

এইরূপে শেষের অক্ষরটী ক গ হইতে হ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষর দিয়া উচ্চারণ অভ্যাস করাইবেন। যথাঃ—

কগ	খগ	গগ	...	...	সগ	হগ
কঘ	খঘ	গঘ	...	...	সঘ	হঘ
...	...	...	...	...	...	...
কস	খস	গস	...	...	সস	হস
কহ	খহ	গহ	...	...	সহ	হহ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বর-ব্যঞ্জন-যোজনা।

অন্ত্যস্বর ঠিক থাকিবে। আদি ব্যঞ্জনবর্ণের পরিবর্ত্তন হইবে।

কই	ছই	ডই	দই	বই	লই
খই	জই	ঢই	ধই	ভই	শই
গই	ঝই	ণই	নই	মই	ষই
ঘই	টই	তই	পই	যই	সই
চই	ঠই	থই	ফই	রই	হই

কউ	ছউ	ডউ	দউ	বউ	লউ
খউ	জউ	ঢউ	ধউ	ভউ	শউ
গউ	ঝউ	ণউ	নউ	মউ	ষউ
ঘউ	টউ	তউ	পউ	যউ	সউ
চউ	ঠউ	থউ	ফউ	রউ	হউ

কও	ছও	ডও	দও	বও	লও
খও	জও	ঢও	ধও	ভও	শও
গও	ঝও	ণও	নও	মও	ষও
ঘও	টও	তও	পও	যও	সও
চও	ঠও	থও	ফও	রও	হও

অটল	অধর	অজয়	অলস
অমল	অমর	অভয়	অলক

—*—

আগত	আলয়	আপন
আনত	আশয়	আসন

—*—

ইতর	উদয়	উদক	ঋণদ
ইমন	উভয়	উদর	ঋষভ

একক	এখন	ওজন	ওজর
একজ	এমত	ওদন	ঔষধ
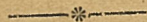
লইব	লউক
হইব	হউক

কখন গগন ঘটক জনক তপন

কপট গমন চরক জনম তখন

কবচ গরল চমক জঠর তনয়

দশম নবম পবন বসন ভরত পতন

দমন নগর যবন বদন ভরণ যতন

দশন নয়ন লবণ সদয় ভবন রতন

এইবার বই লইয়া পড়িবে—

অকপট	আগমন	উপশম	একতর
অঘটন	আভরণ	উপচয়	একতম
অবসর	আচমন	উপপদ	একমত

কখনও	জনপদ	দশরথ	শশধর
করতল	জলধর	হলধর	সহচর

উপনয়ন অনবরত পরমপদ

একবচন সহমরণ

জলকলস

শমনদমন অভয়চরণ জলদবরণ

শমনভবন ভকতরমণ

কনকভবন করতলগত বনচরগণ

দশরথতনয় কমলদলজল জলধরবরণ

অঘটনঘটন জলপথগমন

---*---
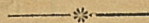
ভকতজনশরণ ভকতভয়হরণ

তৃতীয় অধ্যায়।
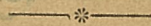
স্বরযোজনা।

আকার (া)

কা ছা ডা দা বা লা

খা জা ঢা ধা ভা শা

ঝা গা ণা না মা ষা

ঘা টা তা পা যা সা

চা ঠা থা ফা রা হা

ইকার (ি)

কি	ছি	ডি	দি	বি	লি
খি	জি	টি	ধি	ভি	শি
গি	ঝি	ণি	নি	মি	ষি
ঘি	ঞি	তি	পি	যি	সি
চি	ঠি	থি	ফি	রি	হি

এইরূপে অন্য স্বর গুলি দিলে উচ্চারণ কিরূপ বদলায় তাহা মুখে মুখে শিখাইবেন।

ঈকার—	কী	খী	গী	ঘী	চী	...	...	...	সী	হী
উকার—	কু	খু	গু	ঘু	চু	...	...	...	সু	হু
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	কো	খো	গো	ঘো	চো	...	...	...	সো	হো
	কৌ	খৌ	গৌ	ঘৌ	চৌ	...	...	...	সৌ	হৌ

কাক কাণ কাল খাদ গাছ

কাচ কাম কাশ খাপ গান

কাছ	কায	খাট	খাম	গাল
কাঠ	কার	খাত	খাল	গাঢ়

ঘাট	চার	ছাদ	জাম	ঝাল	ডাক
ঘাম	চাল	ছাপ	জাল	টান	ডাব
ঘাস	চাষ	ছাল	ঝাড়	ঠাম	ডাল

ঢাক	তান	তার	থাম
ঢাল	তাপ	তাল	থাল

দাম	ধাপ	নাক	পাক	পার
দান	ধাম	নাথ	পাঠ	পাল
দাহ	ধার	নাম	পান	ফাল

বাঘ ভাত মাঘ রাখ

বার ভার মান রাগ

বাম ভাল মাপ রাত

বাস ভাব মাস রাম

লাজ শাক পাস হাট

লাভ শাপ সাত হাত

লাল শাল সাপ হার

খাই ছাই ভাই খাও দাও

গাই নাই যাই গাও পাও

চাই পাই হাই চাও যাও

ঝাউ ফাউ লাউ

কথা গদা জরা পরা সখা

কলা গলা জবা মরা সভা

রাধা জামা মালা পাকা পাখা

বাধা জানা থালা টাকা শাখা

পাতা রাজা বাবা দাদা

মাতা সাজা কাকা মামা

বালক অপার ইহার ময়না পাহাড়

চালক পরাগ উহার ভরসা পাতাল

পালক বরাহ কণাদ সরমা পাষাণ

কামনা	বাজনা	অনাথা	বাতাসা
যাতনা	তাড়না	পতাকা	জামাতা

—*—

গদাধর	নরনাথ	নারায়ণ	পারাবার
দয়াময়	যজমান	রামায়ণ	ভালবাসা
সনাতন	বলরাম	নাগপাশ	মহামায়া

ভবসাগর শরণাগত ধরাভারহরণ নরনারায়ণ

বানান করঃ—ভাত, হাত, বাবা, মামা, মাতা, মাথা, কাপড়, সাহস, বারণ, মাধব, উহার, তাহার, আমার, কলাগাছ, মহাশয়, জলাশয়, পলায়ন, ভয়ানক, সদাচার, নানাকথা, জঠরানল, দানবরাজ, অনবরাজ, অনবধানতা।

ইকার (ি)।

[শিক্ষক মহাশয় ৩৭ পৃষ্ঠার উদাহরণ গুলি এই সময় একবার আবৃত্তি করাইয়া লইবেন]

খিল	তিল	তিন	ছিট	শিব
চিল	মিল	দিন	টিপ	শির
ছিল	বিল	হিম	ঠিক	পিঠ

কচি	করি	কড়ি	দড়ি	চলি
কটি	কলি	খড়ি	পড়ি	বলি
কপি	কসি	ঘড়ি	গলি	জরি
কবি	কহি	ছড়ি	থলি	ধরি

ছবি	গতি	গদি	মণি
ভরি	মতি	যদি	শনি

কবি	যতি	দধি	বসি
রবি	রতি	ঘটি	সহি

গিরি	তিথি	নিশি	লিপি	শিখি
চিনি	দিদি	পিসি	বিধি	শিবি

পিতা	শিখা	চারি	ছাতি	কালি
দিবা	শিবা	চাবি	জাতি	বালি

বিনয়	অজিত	অগতি	তিমির
বিমল	অচির	অবধি	শিশির
নিরয়	কঠিন	অশনি	নিবিড়

মিনতি	বিড়াল	কালিয়	বিনতা
নিয়তি	বিনাশ	তাড়িত	সিকতা

যাচিকা	যযাতি	পিপাসা	সারথি
পাঠিকা	সমাধি	বিনামা	বারিধি

বিতরণ অতিশয় পরিহাস

কিশলয় অবিরত হরিদাস

দিবাকর পিতামহ কলিকাতা নামাবলি

হিমালয় নিরাপদ পরিভাষা মহাকলি

অভিভাবক শরণাগতি

নিরপরাধ কালিয়দমন

বিপদভয়বারণ

[হ্রস্ব ইকার ও দীর্ঘ ঈকারের বানান অভ্যাসার্থ অতিরিক্ত শব্দ একত্র দেওয়া গেল]

ঈকার (ী)

[৩৬ পৃষ্ঠার উদাহরণ গুলি মুখে মুখে একবার আবৃত্তি করিয়া লইবে]

কীট গীত দীপ ঘটী পাখী

জীব পীত দীন নদী মালী

নীল শীত মীন সতী ভারী

সীতা গীতা ভীতি রীতি

লীলা বীণা গীতি নীতি

জীবন কবীর জননী পাবনী দধীচি

নীরস নবীন দশমী মায়াবী কিরীট

শীতল অলীক কদলী তারিণী দিলীপ

জগদীশ দীননাথ বনমালী কাশীধাম

নবনীত সীতারাম দয়াময়ী ভাগীরথী

রামনবমী জগৎজননী বিপদভয়বারিণী

মহানবমী পতিতপাবনী কালভয়বিনাশিনী

বানান কর—বলি, পতি, শনি, হাসি, রাশি, বাড়ী, ভীম, সীমা, বালিকা, নিতাই, অতীত, গণিত, মলিন, ভগিনী, নিরামিষ, পরাধীন, রাজধানী, কালাতিপাত।

উকার—ু

কু খু ঘু পু

ফুল	মুখ	কটু	রঘু	তুই	মুনি
বুধ	সুখ	কলু	লঘু	দুই	লুচি

স্থুলভ মাতুল কুকুর মথুরা

কুশল মানুষ পুকুর যমুনা

পুরাতন রঘুপতি তূলারাশি চতুরানন

দুরাচার যদুপতি মহামুনি মুকুটধারী

যমুনাপুলিন বিপিনবিহারী

ঊকার—ূ

কূ খূ গূ পূ

কূপ পূত ধূনা ধূসর অদূর দূরতা

ধূপ দূর পূজা নূতন ময়ূর পূতনা

ভূতনাথ হনূমান পাদমূল

শূলপাণি কুতূহল ভবভূতি

দূরীকরণ মধুসূদন কালপূরণ

ভূতভাবন ফণিভূষণ পূতসলিলা

জীমূতবাহন

বালকেরা উচ্চারণ অনুযায়ী উত্তর করিলেই হইল। হ্রস্ব উ কিংবা দীর্ঘ উ কোনটী হইবে তাহার জন্য পীড়াপীড়ি করিবার দরকার নাই, এজন্য দুইটীর একত্র অনুশীলন দেওয়া গেল।

বিশেষ রূপ

(‘গু’ না লিখিয়া গু এইরূপ লিখিতে হয়)

গুণ আগুন গুণনিধি

গুহা গুহক গুণবাচক

[র্ ু না লিখিয়া রু এইরূপ লিখিতে হয়]

সরু গুরু তরুণ গরুড়

গরু পুরু করুণ ডমরু

তরুতল সাধুপুরুষ করুণানিদান

বররুচি জরৎকারু গরুড়বাহন

[র্ ূ না লিখিয়া রূ এইরূপ লিখিতে হয়]

রূপ রূপক রূপরাশি

রূপা দুরূহ পুরূরবা

[শু না লিখিয়া শু এইরূপ লিখিতে হয়]

শুক আশু পশুপতি পরশুরাম

শুভ শুভ্র শুভদিন শুভকারক

[হু না লিখিয়া হু এইরূপ লিখিতে হয়]

হুত বাহু নহুষ মাহুত

হুল রাহু বহুল আহুতি

বাহুবল বহুরূপী

হুতাশন বহুবচন

বানান কর ঃ—দুধ, তুলা, সুতা, চুল, মধু, লুচি, পূজা, মুকুল, নূপুর, সরযূ, অনুপান, তুষানল, বিভূতি, পূরণ, অগুরু, ডমরু নিনাদ ॥

ঋকার।

[৩৭ পৃষ্ঠায় ঋ কারের উদাহরণ একবার আবৃত্তি করাইয়া লইবেন]

গৃহ মৃগ কৃপা কৃমি পৃথু

ঘৃত মৃত ঘৃণা ধৃত ভৃগু

কৃপণ আবৃত নৃপতি মৃণাল তৃতীয়া

কৃষক আকৃতি পৃথিবী শৃগাল কৃপাল

ক্বপানিধি জতুগৃহ ঘৃতকুমারী

ক্বপাময়ী গৃহাধিপ ক্বপাণপাণি

[হৃ না লিখিয়া হৃ এইরূপ লিখিতে হয়]

হৃদয় আহৃত সুহৃদ

বানান কর ঃ—ক্বশ, বৃষ, তৃণ, মৃদু, পৃথু, অমৃত, বিকৃত, পিতৃঋণ।

একার—ে

[৩৭ পৃষ্ঠার একারের উদাহরণ এক বার মুখে মুখে বলাইয়া লইবেন]

কেশ ভেক লেপ মেষ বনে সেবা বেণী

দেশ মেষ লেশ শেষ মনে রেখা ভেরী

কেশব লেখক গণেশ কমলে কয়েক

কেমন সেবক রমেশ বরদে অনেক

অচেতন বসুদেব ধূমকেতু চেদিরাজ

পরমেশ মহাদেব বৃষকেতু কালনেমি

কুলদেবতা পরিবেশন

জনমেজয় জীবনহেতু

নরদেবশিখামণি

বানান কর ঃ— বেশ, হেম, দেবতা, বেদনা, অদেয়, দেবহূতি।

ঐকার ৈ

কৈ খৈ দৈ হৈ

(৩৭ পৃষ্ঠার উপদেশ অনুকরণ করিবেন)

তৈল শৈব নৈশ শৈশব

শৈল দৈব হৈম ভৈরব

বৈশাখ জনৈক দৈববাণী

কৈলাশ বৈদিক শৈলবালা

শৈবাল কৈকেয়ী কালভৈরব

বানান কর ঃ—বৈধ, ভৈমী, অবৈতনিক।

ওকার ো

ক+ও—কো চো হো

(৩৭ পৃষ্ঠার উপদেশ অনুকরণ করিবেন)

কোল লোভ সোম শোভা কোথা

গোল দোষ রোম মোচা গোপা

কোমল ভোজন আমোদ গোপাল গোলক

গোপন মোচন আলোক সোপান পুলোমা

তপোবন পুরোহিত লোমপাদ মদনমোহন

মনোহর বিরোচন সুলোচনা কমললোচন

জয়কোলাহল গতানুশোচনা

বানান কর :—লোক, শোক, চোর, ভোর, বোকা, কপোত, যশোদা, রোহিণী, গোদাবরী, যোগমায়া।

ঔকার ৌ

(৩৭ পৃষ্ঠায় উপদেশ অনুকরণ করিবেন)

গৌর লৌহ নৌকা কৌশল গৌরব

পৌষ ধৌত বৌমা যৌবন সৌরভ

কৌতুক মৌচাক অলৌকিক

যৌতুক মৌমাছি কৌতূহল

বানান করঃ—তৌল, সৌধ, মৌন, গৌণ, অশৌচ, কৌপীন।

অনুস্বার ং

কং খং হং

(৩৭ পৃষ্ঠায় উপদেশ অনুকরণ করিবেন)

শিং অংশ কংস সিংহ এবং

হিং বংশ মাংস হিংসা বরং

সংযত শিংশপা সংসার হিমাংশু

সংশয় সিংহল সারাংশ নৃসিংহ

সংশোধন সাংসারিক

বিসর্গ ঃ

কঃ হঃ

মনঃ আয়ুঃ দুঃখ দুঃসহ অনেকশঃ

তপঃ হবিঃ দুঃখী শতায়ুঃ ভূয়োভূয়ঃ

চন্দ্রবিন্দু ঁ

হাঁ কাঁচ চাঁদ শাঁখা আঁচল সিঁদূর

ছাঁ হাঁস বাঁশ কাঁসা সাঁতার সাঁড়াশি

পড়িতে শিখাইবার রীতি।

বালক অসংযুক্ত বর্ণ বানান করিতে শিখিল। এখন পড়িতে শিখাইতে হইবে। একটী শব্দ পড়িতে তাহার কোনও কষ্ট হয় না। কিন্তু দুই বা ততোধিক শব্দ দ্বারা গঠিত বাক্য বা বাক্যাংশ পড়িতে পারে না। একই শব্দ দুইবার কি তিন বার পর পর সাজাইয়া বাক্যাংশ গঠন করিয়া পড়িতে দিলে বালক বাক্যের আকৃতিতে অভ্যস্থ হইয়া পড়ে। তখন দুইটী শব্দ দ্বারা গঠিত বাক্য পড়িতে কোন কষ্টবোধ করে না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সে সকল বাক্যই অনায়াসে পড়িতে শিখিবে।

বালক এক একটী বাক্য প্রথমে ধীরে ধীরে এবং পরে ক্রমেই শীঘ্র শীঘ্র পড়িতে অভ্যাস করিবে। যে শব্দটী পড়িবে আঙ্গুলও সেই খানে রাখিবে। অনেক সময় এমন হয় যে বালক মুখে তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল, কিন্তু উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুল দিয়া যাইতে বলিলে পারে না। এরূপ করিলে পড়িতে শিখে না, শুধু মুখস্থ বলিয়া যায়। এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। বালক মনে মনে বানান করিয়া লইয়া শব্দটী একেবারে উচ্চারণ করিবে।

এস এস   বস বস   রাখ রাখ

শুন শুন   ধর ধর   চল চল

এস এস বাড়ী এস
বস বস কাছে বস
চল চল বাড়ী চল
এই লও বই লও
শুন শুন কথা শুন
চল যাই যাই চল
ধর ধর হাত ধর
এস শুনি শুনি এস
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই
হতে নাই হতে নাই
গাও গাও গুণ গাও
বল বল হরি বল
হরে রাম হরে রাম
জয় রাম সীতা রাম

মাধব এস। গরদ কাপড় পর। আসন পাত। রাম নাম কর। রামায়ণ পড়। সকাল সকাল পড়া বড় ভাল। তারপর খাবার খাও। ভাই ভাই ঝগড়া করা বড় ছাই। ইহা চাই উহা চাই করা ভাল নয়। ভাত খাও। উঠ পাঠশালায় যাইবার সময় হইল। রাম নাম লইয়া পাঠশালায় যাও। কাল আমি ভাল কথা শিখিয়াছি। এস বলি।

সকালে উঠিয়াই হরিনাম করা উচিত। হরির দয়ায় সকল বিপদ কাটিয়া যায়। বাবা ও মার কায করা ও কথা শুনা উচিত। কাহারও সহিত কলহ করা ভাল নয়। কড়া কথা বলা উচিত নয়। একলা খাবার খাওয়া ঠিক নয়। দয়া করা বড় ভাল।

জগদীশ আমার সহিত বাড়ী চল। পাখীরা ডানা দিয়া উড়িয়া যায়। পাথর যত ভারী কাঠ তত

ভারী নয়। হাতীর শরীর বড়। শীতল জল খাওয়া ভাল। রাখাল দাদার বাড়ী রামলীলা হয়। বাবা মা দাদা দিদি আমরা সবাই কাল কাশীধাম যাইব। হরিনাম জপ কর। জয় রাধামাধব। জয় সীতানাথ।

গরুর দুধ খুব বলকারী। চূণ দিয়া পান সাজা হয়। মূলা ও আলু মাটীর ভিতর হয়। তূলা দিয়া সূতা হয় আর বালিস গদি হয়। তুমি নূতন কাপড় পরিয়াছ।

মধুসূদন হরির নাম। আর শুইয়া থাকিও না। কথা শুন। মুখ ধুইয়া জয় মধুসূদন বল। ধূপ ধূনা দাও বাজনা বাজাও। আরতির সময় হইল। হরি হরি বল।

কৃষক ভূমি চাষ করিয়া খায়। বৃথা সময় কাটাইও না। বৃথা কায করা অনুচিত। অমৃত খাইয়া অমর হয়। দয়ার সদৃশ গুণ নাই। কৃপালু

পুরুষ পৃথিবীর ভূষণ। হরি কৃপাময়। তিনিই আপনার।

সরল হৃদয় রাম কৃপার সাগর।
অতুল নৃপতি যিনি পৃথিবী ভিতর॥

পিতামাতার সেবায় অবহেলা করিতে নাই। সকল কথাতেই কেন কেন বলিও না। একমনে লেখাপড়া করিবে। চারিদিকে মন দিলে মন বসে

না। দেবকী বাসুদেবের মা। মহেশ আমাদের বাড়ীতে এস। কেমন সবুজ পাখী দেখ। অধিক গুড় খাইলে পেটে কৃমি হয়। সকাল সকাল উঠিলে শরীর ও মন ভাল থাকে।

মা দয়াময়ীকে ডাক। নারায়ণের একটী নাম কেশব। মহেশ মহাদেবের নাম। হরে নারায়ণ মধুসূদন। জয় জগদীশ হরে।

বৈশাখ মাসে আম পাকে। দীপে তৈল দাও। শৈশব হইতেই ভাল হইতে শিখিতে হয়।

কৈকেয়ী ভরতের মা। কাশীতে কালভৈরব আছেন। কৈলাস পাহাড়ে মহাদেব থাকেন। নারায়ণ মধুকৈটভকে মারিয়াছেন।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

গোল করিও না। বোকার মত কায করিও না।

বেলপোড়ায় পেটের অসুখ সারে। পটোল বড় উপকারী।

অপরকে সহজে দোষ দিও না। লোক নিজের পাপের ফল নিজে ভোগ করে। একজনের দোষে অপরে ভোগে না। বৃথা শোক করা উচিত নয়। বিরোচন অতিথিকে নিজ জীবন দান করিয়াছিলেন।

যশোদাসুত গোপাল আজ মনোহর বেশে

গোচারণে আসিয়াছেন। গোপবালকদিগের আজ
কত আমোদ। নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
গোপীনাথ রমানাথ রাধিকেশ হরে হরে॥

পৌষ মাসে বড় শীত। লৌহ বড় কঠিন।
মৌমাছিরা ফুল হইতে মধু লয়। সেই মধু মৌচাকে
রাখে। গৌর তুমি মথুরায় যাইবে। নৌকা

করিয়া গোকুলে যাইতে পারা যায়। যমুনার নীল জল দেখিয়া মোহিত হইবে। মনে হইবে পেট ভরিয়া সেই নীল জল পান করি।

সাধুর গৌরবের তুলনা নাই। সাধুর গৌরব সাধুরই কাছে হয়। কলির জীবের কাছে সাধুর গৌরব নাই। তোমরা সকলেই সাধুকে গৌরব দিতে শিখিবে।

মহিষের শিং দিয়া চুড়ি হয়। সিংহের ডাক বড় ভয়ানক। মাংস খাওয়া ভাল নয়। জীবহিংসা করিতে নাই। বাসুদেব কংসকে বধ করিয়াছেন। এই কারণে বাসুদেবের নাম কংসারি।

সংসার দুঃখের আকর। তথাপি এই সংসারে মজিয়াই লোকে নারায়ণকে ভুলিয়া থাকে। সংসারের টান না গেলে ভগবানের দিকে মন যায় না।

পরের দুঃখে দুঃখী হওয়ার মত গুণ আর নাই।

কেশবায় নমঃ। মাধবায় নমঃ। নারায়ণায় নমঃ। নারসিংহং শরণম্। নারায়ণং শরণম্। হরিং শরণম্।

ছেলেদের তিনটী মূল কায। ঠাকুরকে ডাকা গুরুজনের কথা শুনা ও লেখাপড়া করা। সকল জীবকে দয়া করিতে শিখিবে। সকলকে আপনার মত ভাল বাসিবে। দয়া করার মত গুণ আর নাই।

সদা পরের উপকার করিবে। কিসে লোকের ভাল হয় সদা খুঁজিবে। সকলকে ভাল কথা বলিবে। কাহারও মনে দুঃখ দিও না। হিংসা করিও না। ঝগড়া করা বড় দোষ।

সদা পিতামাতার সেবা করিবে। পিতামাতার ও গুরুজনের সকল সময়েই কথা শুনিবে। পিতা মাতা যাহা ভালবাসেন না তাহা কখনও

করিবে না। যে পিতামাতার কথা শুনে না সে চিরকাল দুঃখ পায়।

আপনাকে বড় বলিয়া মনে করিতে নাই। যে যেমন কাজ করে সে তেমন ফল পায়। অপরের দোষ খুঁজিও না। সকলেই নিজের দোষে দুঃখ পায়। আপন পর করিতে শিখিও না। ভাই ভগিনীদের না দিয়া কোন জিনিষ খাইও না।

কোনও জিনিষে লোভ করিও না। মিছা কথা কহা বড় দোষ।

ঠাকুরকে ডাকিতে ও ভালবাসিতে শিখিবে। তিনি তোমাকে বাপ মার চেয়ে অনেক অধিক ভালবাসেন। তাঁহার মত আপন তোমার আর কেহ নাই। একমনে ডাকিলে তিনি দয়া করেন। তখন সকল বিপদ দূরে যায়। ভোরবেলা উঠিতে

শিখিবে। উঠিয়াই আগে ভগবানের নাম করিবে। তাঁহার নাম না লইয়া কোনও কাজ করিও না।

নৃসিংহ গোপাল হরে মুরারে।
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব ॥
নমো বামনদেবায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥
কংস-বংশ-বিনাশায় কেশি-চানূর-ঘাতিনে।
বেণনাদ-বিনোদায় পাপনাশায় তে নমঃ ॥

রাধামাধব রাধামাধব পাহি নঃ।

রামরাঘব রামরাঘব পাহি নঃ॥

জয় কালিয়দমন কংস-দলন কেশিসূদন হে।

জয় পতিতপাবন অধমতারণ ভিখারীর ধন হে॥

আখ	আখ্	বিখ	বিখ্	সুখ	সুখ্
পাখ	পাখ্	পিখ	পিখ্	দেখ	দেখ্
লাখ	লাখ্	ডুখ	ডুখ্	লেখ	লেখ্
শাখ	শাখ্	মুখ	মুখ্	শেখ	শেখ্

ঠগ	ঠগ্	জাগ	জাগ্	লাগ	লাগ্	রোগ	রোগ্
ডগ	ডগ্	তাগ	তাগ্	মুগ	মুগ্	যোগ	যোগ্
দগ	দগ্	দাগ	দাগ্	যুগ	যুগ্	বাঘ	বাঘ্
রগ	রগ্	রাগ	রাগ্	ভোগ	ভোগ্	দীঘ	দীঘ্

এইবার কেবল হসন্তযুক্ত শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

লঙ্	লিঙ্	খচ্	যাচ্	তছ্	কুছ্
সঙ্	শিঙ্	পচ্	সিচ্	মছ্	তুছ্
রাঙ্	পুঙ্	মচ্	পুচ্	কাছ্	পুছ্
দিঙ্	লুঙ্	কাচ্	সেচ্	পিছ্	মুছ্
অজ্	রাজ্	লাজ্	বুঝ্	কট্	ছট্
গজ্	বাজ্	নিজ্	মুঝ্	খট্	ঝট্
বজ্	মাজ্	সেজ্	সুঝ্	খট্	নট্
রজ্	সাজ্	ফৌজ্	ফুঝ্	চট্	পট্

ভাষাপ্রবেশ। ৫

ফট্	হট্	খাট্	ইট্	ফুট্	কাঠ্
ভট্	আট্	পাট্	ছিট্	স্ফুট্	মাঠ্
মট্	ভাট্	লাট্	উট্	ভেট্	পিঠ্
যট্	ছাট্	হাঁট্	ছুট্	চোট্	পেঠ্

খড়্	গুণ্	শোণ্	জিত্	পদ্	সাধ্
ষড়্	চূণ্	কাত্	ভিত্	বদ্	বাধ্
রিড়্	লুণ্	পাত্	কৃত্	রদ্	সাধ্
হুড়্	হুন্	চিত্	জত্	ভিদ্	বিধ্

কন্ জন্ বন্ খান্ অপ্ ছপ্
খন্ ঝন্ সন্ জান্ কপ্ টপ্
গন্ টন্ হন্ পান্ খপ্ দপ্
ঘন্ মন্ আন্ মান্ গপ্ ধপ্

চাপ্ যঙ্ কম্ দান্ আন্ কর্
তাপ্ গঙ্ চম্ যাম্ নিম্ খর্
টিপ্ শুঙ্ ছম্ খাম্ ধূম্ গর্
টিপ্ হুঙ্ ঝম্ জাম্ গুম্ ঘর্

তর্	তার্	মার্	পীর্	কল্	ঝাল্
দর্	ধার্	তীর্	দূর্	খল্	তাল্
সর্	পার্	ধীর্	চতুর্	চল্	টাল্
আর্	ভার্	নীর্	পুনর্	ছল্	ডাল্

ঢাল্	কিল্	অব্	ভাব্	খিশ্	তুষ্	খস্
থাল্	শিল্	যব্	নাব্	দিশ্	পুস্	গস্
নাল্	চুল্	লব্	পাস্	রিশ্	বিষ্	ফাস্
শাল্	ফুল্	আব্	নিস্	যষ্	কৃষ্	ফুস্

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ক্ ঢক্কা বিক্থ উক্ত মুক্ত যুক্ত ভক্তি
দিক্পতি কুক্কুর বাক্কলহ

গ্ দগ্ধ দিগ্ধ দুগ্ধ মুগ্ধ লগ্ন অগ্নি
বাগ্দান বাগ্দেবী

ঘ্ বিঘ্ন বিষঘ্ন কৃতঘ্ন দোষঘ্ন পশুঘ্ন

ঙ্ শঙ্কর শঙ্কা লঙ্কা শঙ্খ পুঙ্খ ভঙ্গ
রঙ্গ সঙ্গ শৃঙ্গ গঙ্গা শিবলিঙ্গ
গৌরাঙ্গ সঙ্ঘাত বাঙ্মুখ দিঙ্ময়

চ্ উচ্‌চ পুচ্‌ছ ইচ্‌ছা যাচ্‌ঞা

জ্ লজ্‌জা সজ্‌জা রজ্‌জু কুজ্‌ঝটিকা

ট্ ষট্‌কোণ ষট্‌পদ ষট্‌চরণ অট্‌টহাস পট্‌টবাস

ড্ উড্‌ডীন লড্‌ডুক

ড়্ খড়্‌গ ষড়্‌জ ষড়্‌বিধ ষড়্‌ভুজ

ণ্ কণ্‌ঠ খণ্‌ড ষণ্‌ড ষণ্‌ঢ ঘণ্‌টা চণ্‌ডী

কণ্‌টক চামুণ্‌ডা বৈকুণ্‌ঠ লুণ্‌ঠিত মৃণ্‌ময় ষণ্‌মুখ

ত্ যত্‌ন রত্‌ন পত্‌নী বত্‌স বত্‌সল

উত্‌স উত্‌সাহ চিকিত্‌সা চমত্‌কার উত্‌তম

উত্‌তর নিমিত্‌ত কপিত্‌থ সমুত্‌থান

দ্‌ উদ্‌ধ বুদ্‌ধ শুদ্‌ধ বিদ্‌ধ সিদ্‌ধ উ[illegible]
উদ্‌ঘাটন সমুদ্‌ভব ভগবদ্‌গীতা সদ্‌গতি

ন্‌ নন্‌দ নন্‌দন বন্‌দনা গন্‌ধ বন্‌ধ জন্‌ম
সিন্‌ধু কুন্‌তী উন্‌নতি জগন্‌নাথ মুকুন্‌দ
গোবিন্‌দ বৃন্‌দাবন

প্‌ তপ্‌ত গুপ্‌ত সপ্‌তাহ লিপ্‌সা তৃপ্‌তি টিপ্‌পনী
ঈপ্‌সিত সপ্‌তশতী

ব্‌ অব্‌জ অব্‌দ শব্‌দ লব্‌ধ কুব্‌জা ভবাব্‌ধি

ম্‌ কম্‌পা লম্‌ফ দম্‌ভ সম্‌পদ শুম্‌ভ কুম্‌ভ
নিম্‌ব চুম্‌বন অম্‌বু শম্‌ভু সম্‌মান সম্‌মতি

র্ অর্ক তর্ক গর্গ অর্ঘ মূর্খ দীর্ঘ তীর্থ
শীর্ষ দুর্গা ভার্গব দর্শন তর্পণ নির্ভর কর্পূর
নির্মূল চতুর্থ চতুর্ভুজ ভারতবর্ষ

ল্ অল্প গল্প শিল্প গুল্ম কল্কি কল্পনা ফাল্গুণ বাল্মীকি

ব্ বিব্বোক্

শ্ নিশ্চয় নিশ্চিত পশ্চিম বৃশ্চিক রশ্মি
তপশ্চরণ পুরশ্চরণ শিরশ্ছেদ

ষ্ অষ্ট কষ্ট শিষ্ট চেষ্টা নিষ্ঠা গোষ্ঠ ষষ্ঠ
তুষ্টি পুষ্প গোষ্পদ উত্কৃষ্ট

স্ হস্ত হস্তী পুস্তক ভাস্কর নমস্কার নিস্তার
নিস্পৃহ বৃহস্পতি

বাঙ্গালা ভাষায় যুক্তাক্ষর।

সাধারণতঃ হসন্ত বর্ণের সহিত পরবর্ত্তী বর্ণ যুক্ত হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। হসন্ত র্ পরবর্ত্তী বর্ণের সহিত যুক্ত হইলে রেফ্ বলে। হসন্ত ত্ অনেক সময়েই ভিন্ন থাকে তখন তাহাকে খণ্ড "ত" বলে। হসন্ত বর্ণের পরবর্ত্তী অক্ষরের সর্ব্বদা ঠিক থাকে। কেবল য ও র পরবর্ত্তী বর্ণ হইলে হসন্ত বর্ণের রূপান্তর না হইয়া তাহাদেরই রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। একারণ এই দুইটীকে বাঙ্গালা ভাষায় য ফলা ও র ফলা বলে। ণ ও ম পরবর্ত্তী অক্ষর হইলে কখনও কখনও উহাদেরই রূপান্তর হয়। যথা—কৃষ্ণ, আহ্নিক, পরব্রহ্ম।

রেফ, যফলা ও রফলা এই তিন প্রকার ভেদ শিশুদের বিশেষ করিয়া ধারণা করিয়া দেওয়া উচিত।

যুক্তাক্ষরের রূপ বিষয়ে এই তিন সাধারণ ভাগ করা যাইতে পারে।

১। অক্ষর দুইটী যুক্ত হয় না। পৃথকই থাকে।

(১) অতএব রূপান্তর হয় না। যথা—দিক্‌পতি। (২) তথাপি রূপান্তর হয়। যথা—জগৎপতি।

২। অক্ষর দুইটি যুক্ত হয়। পৃথক থাকে না।

(১) সামান্য রূপান্তর হয়। (২) বিশেষ রূপান্তর হয়।

৩। বিশেষ—

(১) রেফ, (২) য ফলা (৩) র ফলা

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হসন্তবর্ণ পরবর্ত্তী বর্ণ যুক্ত হয় না। পৃথকই থাকে এবং রূপান্তরও হয় না।

ক্‌ ক্‌+খ=কক্‌খট কক্‌খটী

ক্‌+থ—ঋক্‌থ বিক্‌থ উক্‌থ শিক্‌থ সিক্‌থ সিক্‌থক

ক্‌+প—দিক্‌পতি দিক্‌পথ দিক্‌পাল বাক্‌পতি বাক্‌পথ বাক্‌পটু

ক্‌+শ—দিক্‌শূল অবাক্‌শাখ অবাক্‌শিরাঃ

ক্‌+স—বাক্‌সার

গ্‌ গ্‌+গ—দিগ্‌গজ দৃগ্‌গোল দৃগ্‌গণিত গুগ্‌গুলু

গ্‌+জ—বাগ্‌জাল

গ্+ভ—অবাগ্‌ভাব বণিগ্‌ভাব দিগ্‌ভেদ

ঙ্ ঙ্+ন—দিঙ্‌নাগ

চ্ চ্+ঞ—যাচ্‌ঞা

জ্ জ্+ঝ—পজ্‌ঝটিকা কুজ্‌ঝটিকা ঝল্‌জ্‌ঝল

ট্ ট্+ক—ষট্‌ক ষট্‌কোণ বষট্‌কার মট্‌কা ফট্‌কিরি

ট্+খ—বিট্‌খদির

ট্+চ—ষট্‌চরণ বিট্‌চার

ট্+স—বিট্‌সারিকা

ড়্ ড়্+খ—কড়্‌খা

ড়্+জ—ষড়্‌জ

ড়্ + দ = ষড়্‌দোষ

ড়্ + ধ = ষড়্‌ধা

ড়্ + ব = ষড়্‌বিধ

ড়্ + ভ = ষড়্‌ভাগ ষড়্‌ভুজ

ড়্ + র = ষড়্‌রস ষড়্‌রেখা

দ্ দ্ + য = উদ্‌যাপন

প্ + ফ = পুপ্‌ফুল পুপ্‌ফুস ফুপ্‌ফুস

স্ + ফ = ফুস্‌ফুস্

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হসন্ত "ত"। ইহাকে খণ্ড "ত" বলে এবং এইরূপ রূপান্তর হয় যথা "ৎ"। হসন্ত "ত" র পরবর্ত্তী অধিকাংশ বর্ণই যুক্ত হয় না। কেবল হসন্ত "ত" কে খণ্ড "ৎ" লিখিতে হয়।

ত্+ —সৎ জগৎ মহৎ অসৎ ঈষৎ শরৎ ভবৎ বৃহৎ
সকৃৎ হঠাৎ দৈবাৎ যুগপৎ উপনিষৎ

ত্+ক—উৎকল উৎকট মৎকুণ ফুৎকার চমৎকার
সনৎকুমার ঘটোৎকচ

ত্+প—উৎপল উৎপথ উৎপতন উৎপাত উৎপাটন
উৎপাদন উৎপীড়ন পরাৎপর জগৎপতি

ত্+ফ—উৎফাল

ত্+স—বৎস বৎসল বৎসর মৎসর উৎস উৎসব উৎসাহ উৎসুক দিৎসা ধিৎসা কুৎসিত চিকিৎসা ৎসরু সারাৎসার

১। শিক্ষক মহাশয় ণ ফলা ন ফলা ম ফলা ল ফলা ও ব ফলা না বলিয়া অন্যান্য যুক্তাক্ষরের ন্যায় বলিবেন। যথা—"নিষণ্ণ" বানান করিতে "ণ" য়ে "ণ" য়ে বলিবেন ণয়ে ণফলা বলিবেন না।

২। বানানের অনুরূপ উচ্চারণ করিবেন। বানান এক রকম এবং উচ্চারণ বিভিন্ন রকম হইলে শিশুরা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। যথা—

"আত্মা" কে "আত্‌মা" বলিবেন "আত্তাঁ" নহে
"পদ্ম" কে "পদ্‌ম" বলিবেন "পদ্দঁ" নহে
"ভাগ্য" কে "ভাগ্‌য়" বলিবেন "ভাগ্গ" নহে
"ভদ্র" কে "ভদ্‌র" বলিবেন "ভদ্‌দ্র" নহে

"শুক্ল" কে "শুক্‌ল" বলিবেন ""শুক্ক্ল" নহে
"বিশ্ব" কে "বিশ্‌ব" বলিবেন "বিশ্‌শ" নহে

সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে দুইটী বর্ণ যুক্ত হয় সেই দুইটীকেই পৃথক পৃথক স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে হইবে। "ই" এবং "অ" মিলিয়া "য" এবং "উ" ও "অ" মিলিয়া অন্তঃস্থ "ব" হয়। অতএব এই দুইটীর উচ্চারণ "ই" ও "অ" এবং "উ" ও "অ" একসঙ্গে উচ্চারণ করিলে যেরূপ হয় সেইরূপ হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অক্ষর দুইটী যুক্ত হয় এবং সামান্য রূপান্তর হয়।

ক্‌+ক=ক্ক—ঢক্কা হিক্কা লীক্কা মহক্ক চিক্কণ দৃক্কাণ কুক্কুর লুক্কায়িত

ক্‌+ণ=ক্ণ—বৃক্ণ

ক্‌+ন=ক্ন—শক্ন শক্নু পলিক্নী অসিক্নী

ক্‌+ম=ক্ম—রুক্ম রুক্মী রুক্মিণী

ক্‌+ল=ক্ল—শুক্ল ক্লম ক্লীব ক্লেদ ক্লেশ

ক্‌+ব=ক্ব—পাক্ব ক্বাথ ক্বচিৎ পরিপক্ব

গ্‌+ণ=গ্ণ—রুগ্ণ

গ্ + দ = গ্দ—বাগ্দান বাগ্দেবী দিগ্দেশ বাগ্দোষ

গ্ + ন = গ্ন—ভগ্ন মগ্ন লগ্ন নিমগ্ন আভুগ্ন অগ্নি জমদগ্নি

গ্ + ম = গ্ম—যুগ্ম তিগ্ম বাগ্মী

গ্ + ল = গ্ল—গ্লহ গ্লানি গ্লপিত

গ্ + ব = গ্ব—নবগ্ব ভৃগ্বাদি

ঘ্ + ন = ঘ্ন—বিঘ্ন বিষঘ্ন পাপঘ্ন দোষঘ্ন পশুঘ্ন কৃতঘ্ন

ঙ্ + খ = ঙ্খ—শঙ্খ পুঙ্খ শৃঙ্খল শঙ্খচূড়

ঙ্ + ঘ = ঙ্ঘ—জঙ্ঘা লঙ্ঘন সঙ্ঘাত সঙ্ঘটনা শিঙ্ঘাণ

ঙ্ + ম = ঙ্ম—বাঙ্ময় দিঙ্ময় বাঙ্মতি বাঙ্মুখ পরাঙ্মুখ দিঙ্মূঢ়

চ্ + চ = চ্চ—উচ্চ উচ্চারণ কচ্চর সমুচ্চয় শিলোচ্চয়

চ্‌+ছ=চ্ছ—ইচ্ছা তুচ্ছ গুচ্ছ পুচ্ছ কচ্ছপ উচ্ছেদ বিচ্ছেদ পরিচ্ছেদ পরিচ্ছদ পিচ্ছিল আচ্ছাদন

জ্‌+জ=জ্জ—লজ্জা সজ্জা রজ্জু কজ্জল নিমজ্জন জগজ্জননী

জ্‌+ব=জ্ব—জ্বর জ্বাল জ্বালা বিজ্বর

ঞ্‌+ঝ=ঞ্ঝ—ঝঞ্ঝা ঝঞ্ঝাট

ট্‌+ম=ট্ম—কুট্মল

ট্‌+ব=ট্ব—খট্বা খট্বিকা খট্বারূঢ় খট্বাসীন

ড্‌+ড=ড্ড—উড্ডীন গড্ডুক লড্ডুক গড্ডলিকা

ড্‌—ম=ড্ম—কুড্মল

ড়্+গ = ড়্গ—খড়্গ ষড়্গায়া ষড়্গব ষড়্গুণ

ণ্+ট = ণ্ট—ঘণ্ট ঘণ্টা বণ্ট বণ্টক বণ্টন কণ্টক ঘণ্টিকা ঘুণ্টক ঘুণ্টিক

ণ্+ঠ = ণ্ঠ—কণ্ঠ বণ্ঠ বণ্ঠর কুণ্ঠিত লুণ্ঠন লুণ্ঠিত বৈকুণ্ঠ

ণ্+ঢ = ণ্ঢ—শণ্ঢ ষণ্ঢ মেণ্ঢ ঢুণ্ঢন ঢুণ্ঢিরাজ

ণ্+ণ = ণ্ণ—নিষণ্ণ বিষণ্ণ ষণ্ণাম ষণ্ণবতি

ণ্+ম = ণ্ম—মৃণ্ময় হিরণ্ময় ষণ্মুখ ষাণ্মাসিক

ণ্+ব+ণ্ব—কণ্ব

ত্+ন = ত্ন—যত্ন রত্ন রত্নাকর রত্নাবলী পত্নী সপত্নী

ত্+ম = ত্ম—আত্মা মহাত্মা দুরাত্মা পরমাত্মা আত্মীয়

ত্+ব=ত্ব—ত্বরা ত্বক্ ত্বদীয় ত্বরিত সত্বর মমত্ব বীরত্ব দূরত্ব লঘুত্ব
গুরুত্ব ত্বিষ্ চত্বারিংশৎ

থ্+ব=থ্ব—পৃথ্বী

দ্+গ=দ্গ—উদ্গত উদ্গার মুদ্গর সদ্গতি হৃদ্গত মদ্গুর সদ্গুণ
সদ্গোপ জরদ্গব জগদ্গুরু ভগবদ্গীতা

দ্+ঘ=দ্ঘ—উদ্ঘাটন উদ্ঘাত চিদ্ঘন উদ্ঘোষ

দ্+দ=দ্দ—উদ্দাম উদ্দেশ কুদ্দাল উদ্দালক উদ্দীপন

দ্+ভ=দ্ভ—উদ্ভব সদ্ভব উদ্ভিদ্ অদ্ভুত সদ্ভাব উদ্ভাবিত উদ্ভাসিত

দ্+ম=দ্ম=ছদ্ম পদ্ম পদ্মা কুদ্মল

দ্‌+ব = দ্ব— দ্বার দ্বয় দ্বাপর দ্বারকা দ্বাদশ দ্বিজ দ্বীপ নবদ্বীপ বিদ্বান্
দ্বিগুণ ভরদ্বাজ দ্বিতীয়া অদ্বিতীয় দ্বিত্ব

ধ্‌+ন = ধ্ন—দধ্ন গৃধ্ন বুধ্ন

ধ্‌+ম = ধ্ম—ধ্মান দিধ্মল

ধ্‌+ব = ধ্ব—ধ্বজা ধ্বনি সাধ্বী অধ্বর অধ্বন্ কপিধ্বজ ধ্বংস

ন্‌+ত = ন্ত—অন্ত দন্ত শান্ত দান্ত অনন্ত অন্তর চিন্তা কান্তি শান্তি
কুন্তী নিতান্ত সন্তোষ শান্তনু অন্তরায়

ন্‌+দ = ন্দ—নন্দ নন্দন ছন্দ মন্দ আনন্দ বন্দনা গোবিন্দ মুকুন্দ
নিন্দা নন্দী নন্দিনী কালিন্দী সন্দেশ অরবিন্দ ইন্দীবর
নান্দীমুখ ইন্দুমতী বৃন্দাবন

ন্ + ন = ন্ন—অন্ন ছিন্ন ভিন্ন কিন্নর বিপন্ন উন্নতি জগন্নাথ পরমান্ন

ন্ + ম = ন্ম—জন্ম তন্ময় উন্মাদ জগন্ময় জগন্মাতা

ন্ + ব = ন্ব—অন্বয় অন্বহ অন্ববায় অন্বিত অন্বেষণ ধন্বন্তরি

প্ + ত = প্ত—উপ্ত গুপ্ত তপ্ত সপ্ত গোপ্তা দৃপ্ত দীপ্তি তৃপ্তি সমাপ্ত সুষুপ্তি সপ্তশতী

প্ + প = প্প—টিপ্পনী পিপ্পলা পিপ্পলায়ন

প্ + ম = প্ম—পাপ্মান্

প + ল = প্ল—প্লব বিপ্লব উপপ্লব প্লাবন প্লীহা আপ্লুত পরিপ্লুত

প্ + স = প্স—লিপ্সা বীপ্সা ঈপ্সিত জুগুপ্সা

ব্ + জ = ব্জ—অব্জ কুব্জ কুব্জা

ব্+দ = ব্দ—অব্দ শব্দ শকাব্দা শতাব্দী শব্দভেদী শব্দকোষ শব্দবোধ

ব্+ব = ব্ব—তিব্বত চব্বিশ ছাব্বিশ

ম্+ন = ম্ন—নিম্ন মহিম্ন আম্নায়

ম্+প = ম্প—কম্প কম্পন চম্পা চম্পক পম্পা সম্পদ্ সম্পাতি

ম্+ফ = ম্ফ—লম্ফ গুম্ফ

ম্+ব = ম্ব—অম্ব নিম্ব ডিম্ব বিম্ব কদম্ব কম্বল বিলম্ব কুটুম্ব অম্বু অম্বিকা
চুম্বন অম্বরীষ জম্বু জাম্বুবান্ পীতাম্বর

ম্+ভ = ম্ভ—অম্ভ দম্ভ কুম্ভ শুম্ভ রম্ভা শম্ভু আরম্ভ সম্ভব নিশুম্ভ
কুম্ভকার কুম্ভীর কথম্ভূত

ম্+ম = ম্ম—সম্মান সম্মতি সম্মুখ সম্মিলিত

ম্ + ল = ম্ল—অম্ল ম্লান অম্লান ম্লেচ্ছ

ল্ + ক = ল্ক—শুল্ক বল্কল উল্কা কল্কি তৃণোল্কা

ল্ + গ = ল্গ—বল্গা ফল্গু ফাল্গুন

ল্ + প = ল্প—অল্প কল্প গল্প শিল্প কল্পনা জল্পনা কল্পিত মৃতকল্প পরিকল্পিত

ল্ + ফ = ল্ফ—গুল্ফ

ল্ + ভ = ল্ভ = দল্ভ বল্ভন

ল্ + ম = ল্ম—গুল্ম কল্মষ বল্মীক বাল্মীকি শাল্মলী

ল্ + ল = ল্ল—মল্ল পল্লব ফুল্ল মল্লিকা ঝিল্লি বল্লী পল্লী ভল্লুক উল্লেখ কল্লোল হিল্লোল খুল্লতাত

ল্ + ব = ল্ব—বিল্ব শাল্ব শাল্বণ উল্বণ বল্বজ কিল্বিষ

ব্ + ব = ব্ব—বিব্বোক

শ্ + চ = শ্চ—নিশ্চয় নিশ্চল পশ্চিম পশ্চাৎ নিশ্চিত বৃশ্চিক নভশ্চর শনৈশ্চর দুশ্চারিত তপশ্চরণ পুরশ্চরণ

শ্ + ছ = শ্ছ—শিরশ্ছেদ পুরশ্ছদ

শ্ + ন = শ্ন—বিশ্ন

শ্ + ল = শ্ল—শ্লথ শ্লাঘা শ্লেষ শ্লোক শ্লীল অশ্লীল

শ্ + ব = শ্ব—অশ্ব বিশ্ব ঈশ্বর নিশ্বাস প্রশ্বাস বিশ্বাস আশ্বিন শ্বেত বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর মহেশ্বর ব্রজেশ্বর

ষ্‌+ক = ষ্ক—শুষ্ক দুষ্কর পুষ্কর নিষ্কাম পুষ্করিণী নিষ্করুণ পরিষ্কার
বহিষ্কার দুষ্কৃত

ষ্‌+ট = ষ্ট—অষ্ট কষ্ট তুষ্ট দুষ্ট পুষ্ট অষ্টম ইষ্টক চেষ্টা মুষ্টি দৃষ্টি
দৃষ্ট বৃষ্টি সৃষ্টি উৎকৃষ্ট

ষ্‌+ঠ = ষ্ঠ—ওষ্ঠ ষষ্ঠ কাষ্ঠ কুষ্ঠ কোষ্ঠ গোষ্ঠ পৃষ্ঠ কনিষ্ঠ বশিষ্ঠ ভূমিষ্ঠ
পৃষ্ঠা নিষ্ঠা ষষ্ঠী কোষ্ঠী নিষ্ঠুর অধিষ্ঠান যুধিষ্ঠির

ষ্‌+প = ষ্প—বাষ্প শষ্প পুষ্প গোষ্পাদ দুষ্পার চতুষ্পাদ

ষ্‌+ফ = ষ্ফ—নিষ্ফল নিষ্ফেণ

ষ্‌+ম = ষ্ম—উষ্ম ভীষ্ম বহুষ্মান্‌ মাহিষ্মতী

ষ্‌+ব = ষ্ব—লিষ্ব মহেষ্বাস

স্‌+ক = স্ক—তস্কর ভাস্কর তেজস্কর নমস্কার পুরস্কার তিরস্কার সংস্কার

স্‌+খ = স্খ—স্খলন স্খলিত

স্‌+ত = স্ত—হস্ত স্তব মস্তক পুস্তক দুস্তর নাস্তিক হস্তী নভস্তল স্তম্ভ

স্‌+ন = স্ন = স্নান স্নেহ স্নুষা

স্‌+প = স্প—আস্পদ বৃহস্পতি নিস্পৃহ স্পষ্ট

স্‌+ফ = স্ফ—স্ফটিক স্ফীত আস্ফালন অস্ফুট স্ফূরণ স্ফোটক বিস্ফারিত পরিস্ফুট

স্‌+ম = স্ম—ভস্ম বিস্ময় স্মরণ স্মারক

স্‌+ব = স্ব—স্বর স্বধা স্বাহা স্বসা স্বাতী স্বাদু স্বভাব স্বরূপ স্বামী

আস্বাদ স্বাধীন স্বয়ং স্বীয় স্বকীয় স্বেদ তপস্বী
তেজস্বী যশস্বী সরস্বতী স্বপ্ন স্বয়ম্বর স্বায়ম্ভুব

স্‌+স=স্স—ভিস্‌সা ভিস্‌সটা

হ্‌+ণ=হ্ণ—পরাহ্ণ অপরাহ্ণ

হ্‌+ল=হ্ল—আহ্লাদ আহ্লাদিনী বাহ্লিক

হ্‌+ব=হ্ব—জিহ্বা গহ্বর বিহ্বল আহ্বান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অক্ষর দুইটী যুক্ত হয় এবং বিশেষ রূপান্তর হয়।

ক্‌+ত=ক্ত—ভক্ত নক্ত রক্ত শক্ত ভুক্ত সক্ত যুক্ত মুক্তা উক্তি ভক্তি
মুক্তি শক্তি শক্তু বিরক্ত অনুরক্ত আসক্ত রক্তবীজ

ক্‌ + ষ = ক্ষ—কক্ষ বক্ষ দক্ষ পক্ষ ক্ষণ বৃক্ষ মোক্ষ অক্ষর লক্ষণ
ক্ষমা রক্ষা শিক্ষা অক্ষি দক্ষিণ ক্ষিতি পক্ষী ক্ষীণ
ক্ষীর অপেক্ষা সাক্ষাৎ পরীক্ষিত ক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত

গ্‌ + ধ = গ্ধ—দগ্ধ দিগ্ধ দুগ্ধ মুগ্ধ মুগ্ধবোধ

ঙ্‌ + ক = ঙ্ক—অঙ্ক পঙ্ক পঙ্কজ কলঙ্ক শঙ্কর লঙ্কা শঙ্কা শঙ্কু অঙ্কুর
কুঙ্কুম বঙ্কিম সঙ্কেত

ঙ্‌ + গ = ঙ্গ—অঙ্গ বঙ্গ ভঙ্গ রঙ্গ সঙ্গ শৃঙ্গ তরঙ্গ অঙ্গদ সঙ্গতি
গঙ্গা পঙ্গু সঙ্গীত অঙ্গুলি গৌরাঙ্গ শিবলিঙ্গ গঙ্গাধর

জ্‌ + ঞ = জ্ঞ—অজ্ঞ যজ্ঞ বিজ্ঞ জ্ঞান আজ্ঞা সংজ্ঞা জ্ঞাতি রাজ্ঞী
জিজ্ঞাসা মনোজ্ঞ

ঞ্ + চ = ঞ্চ—পঞ্চ মঞ্চ অঞ্চল চঞ্চল পঞ্চম কাঞ্চন বঞ্চনা সিঞ্চন
চঞ্চু কিঞ্চিৎ সঞ্চিত কুঞ্চিত কথঞ্চিৎ পঞ্চাশৎ

ঞ্ + ছ = ঞ্ছ—উঞ্ছ বাঞ্ছা লাঞ্ছনা বাঞ্ছনীয়

ঞ্ + জ = ঞ্জ—খঞ্জ কুঞ্জ অঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন কুঞ্জর অঞ্জলি মঞ্জরী
পঞ্জিকা ধনঞ্জয় কৃতাঞ্জলি

ট্ + ট = ট্ট—ঘট্ট চট্ট ভট্ট কুট্টা খট্টাশ পট্টিশ পট্টবাস অট্টহাস
অট্টালিকা বাণভট্ট টিট্টিভ

ণ্ + ড = ণ্ড—খণ্ড গণ্ড দণ্ড কাণ্ড ভাণ্ড কুণ্ড মুণ্ড শুণ্ড কুণ্ডল
গণ্ডার পাণ্ডিত চণ্ডী চামুণ্ডা তণ্ডুল কমণ্ডলু

ত্‌+ত—ত্ত—দত্ত উত্তম উত্তর চিত্ত বিত্ত নিমিত্ত উত্তাপ উত্তান
বৃত্তি মৃত্তিকা কৃত্তিবাস

ত্‌+থ=ত্থ—উত্থান উত্থিত কপিত্থ বিকত্থন সমুত্থান

দ্‌+ধ=দ্ধ—বদ্ধ উদ্ধব বিদ্ধ বুদ্ধ বুদ্ধদেব যুদ্ধ রুদ্ধ সিদ্ধ বুদ্ধি
সিদ্ধি শুদ্ধি পদ্ধতি নিষিদ্ধ উদ্ধার

ন্‌+তু=ন্তু—জন্তু কিন্তু পরন্তু

ন্‌+থ=ন্থ—কন্থা পন্থা পান্থ মন্থন মন্থরা পান্থশালা

ন্‌+ধ=ন্ধ—অন্ধ গন্ধ বন্ধ সন্ধি বন্ধু সিন্ধু কবন্ধ রন্ধন সন্ধান
গান্ধারী মান্ধাতা অরুন্ধতী গন্ধমাদন

ব্‌+ধ=ব্ধ—লব্ধ অব্ধি ভবাব্ধি স্তব্ধ ক্ষুব্ধ

ষ্‌+ণ=ষ্ণ—বিষ্ণু কৃষ্ণ বৈষ্ণব উষ্ণ তৃষ্ণা সহিষ্ণু
স্‌+তু=স্তু—বস্তু স্তুতি
স্‌+থ=স্থ—স্থল স্থান স্থালী স্থাপন স্থাবর সুস্থ বয়ঃস্থ মনঃস্থ
কায়স্থ গৃহস্থ অবস্থা অস্থি স্থিতি স্থির স্থূল
হ্‌+ন=হ্ন—চিহ্ন বহ্নি জহ্নু আহ্নিক জাহ্নবী অপহ্নব
হ্‌+ম=হ্ম—জিহ্ম জিহ্মগ

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রেফ

র্ক র্খ র্গ র্ঘ......র্প...র্ব...র্স...র্হ

র্‌+ক=র্ক—অর্ক তর্ক অলর্ক মর্কট কর্কট কর্কশ শর্করা

র্‌+খ=র্খ—মূর্খ

র্‌+ঘ=র্ঘ—অর্ঘ দীর্ঘ মহার্ঘ দুর্ঘট ঘর্ঘর নির্ঘাত নির্ঘোষ নির্ঘৃণ

র্‌+চ=র্চ—অর্চনা অর্চা চর্চা চর্চিত *

র্‌+ছ=র্ছ—মূর্ছনা

---

* র্চ্চও হয়—৫৫ পৃষ্ঠা দেখ।

র্+জ=র্জ—নির্জন দুর্জন দুর্জয় নির্জল নির্জিত নির্জীব পুনর্জন্ম

র্+ঝ=র্ঝ—নির্ঝর ঝর্ঝর নির্ঝরিণী

র্+ণ=র্ণ—কর্ণ বর্ণ জীর্ণ শীর্ণ চূর্ণ পূর্ণ সুবর্ণ বর্ণন নির্ণয় অর্ণব ঘূর্ণন অপর্ণা।

র্+থ=র্থ—অর্থ তীর্থ পরমার্থ পদার্থ চতুর্থ সার্থক কৃতার্থ

র্+দ=র্দ—নির্দয় দর্দুর দোর্দণ্ড দুর্দৈব চতুর্দশ

র্+ধ=র্ধ—নির্ধন অন্তর্ধান চতুর্ধা নির্ধৌত

র্+ন=র্ন—দুর্নাম দুর্নীতি পুনর্নবা দুর্নিমিত্ত নির্নিমিত্ত নির্নিমেষ

র্+প=র্প—দর্প সর্প খর্পর অর্পণ দর্পণ কার্পাস কর্পূর

র্+ফ=র্ফ—ফর্ফর

র্‌+ব=র্ব—দুর্বল দুর্বোধ নির্বোধ পার্বতী
র্‌+ভ=র্ভ—গর্ভ দুর্ভগ নির্ভর চতুর্ভুজ পুনর্ভব দুর্ভাবনা বহির্ভূত
র+ম=র্ম—নির্মূল বহির্মুখ চতুর্মুখ
র্‌+ল=র্ল—দুর্লভ দুর্লাভ ভূর্লোক নির্লিপ্ত
র্‌+ব=র্ব—খর্ব গর্ব পর্ব সর্ব চর্বণ দুর্বহ দুর্বাসা নির্বহ
র্‌+শ=র্শ—অর্শ দর্শক দর্শন আদর্শ সমদর্শী দর্শনীয় পরামর্শ
দিগ্দর্শন
র্‌+ষ—র্ষ—বর্ষ হর্ষ শীর্ষ বর্ষা বর্ষণ কর্ষণ ঘর্ষণ সর্ষপ কর্ষিত
ভারতবর্ষ মুমূর্ষু

দুর্ব্বল, নির্ম্মূল, দুর্ল্লভ খর্ব্ব—ইত্যাদি রূপও হয়।

র্+হ=র্হ—অর্হ তর্হি বর্হী গর্হণা গর্হিত অর্হণীয় পূজার্হ বর্হিবাহন
র্+ঋ=র্ঋ--নৈর্ঋত নির্ঋতি নির্ঋর্থ

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যফলা ্য ক্+য=ক্য।

ক্য…খ্য…গ্য…চ্য…ট্য…প্য…স্য…হ্য

[শিক্ষক মহাশয় প্রথমে উচ্চারণ মুখে মুখে শিখাইবেন—যথা “ক”য়ে যফলা “কিয়” “খ”য়ে যফলা “খিয়” ইত্যাদি। “ইয়”তে “ই”র এবং “য়”র উচ্চারণ দুইটী পরপর অতিশীঘ্র উচ্চারণ করিলে প্রকৃত “য” ফলার উচ্চারণ হয়। “ক” হইতে “হ” পর্য্যন্ত সকল বর্ণেই “য” ফলা দিয়া মুখে মুখে উচ্চারণ শিখাইয়া “য” ফলা কেমন করিয়া লিখিতে হয় শিখাইবেন। পরে নিম্নলিখিত উদাহরণ দিয়া অভ্যাস করাইবেন।]

ক্+য=ক্য—বাক্য চাণক্য মাণিক্য সিক্য অনৈক্য শাক্যসিংহ

খ্‌ + য = খ্য—মুখ্য আখ্যা আখ্যান আলেখ্য বিখ্যাত সুখ্যাতি
সংখ্যা খ্যাতনামা

গ্‌ + য = গ্য—ভাগ্য যোগ্য আরোগ্য বৈরাগ্য সৌভাগ্য

চ্‌ + য = চ্য—বাচ্য বিবেচ্য চ্যবন অচ্যুত চ্যুতি বিচ্যুত
পদচ্যুত

জ্‌ + য = জ্য—আজ্য রাজ্য পূজ্য বাণিজ্য সাযুজ্য নিযোজ্য
জ্যামিতি জ্যেষ্ঠ জৈ্যষ্ঠ জ্যোতিষ জ্যোৎস্না

ট্‌ + য = ট্য—নাট্য কাপট্য নৈকট্য

ঠ্‌ + য = ঠ্য—পাঠ্য শাঠ্য

ড্‌ + য = ড্য—জাড্য কুড্য তাড্যমান পীড্যমান জাড্যাপহা

ঢ্+য=ঢ্য—আঢ্য ধনাঢ্য তৃণাঢ্য

ণ্+য=ণ্য—পণ্য পুণ্য অরণ্য লাবণ্য বৈগুণ্য কার্পণ্য পণ্যবীথিকা

ত্+য=ত্য—সত্য নিত্য দৈত্য নৃত্য অপত্য অমাত্য
লালিত্য ত্যাগ মৃত্যু কাত্যায়নী

থ্+য=থ্য—তথ্য পথ্য মিথ্যা সারথ্য

দ্+য=দ্য পদ্য গদ্য আদ্য পাদ্য বৈদ্য বিদ্যা বিদ্যুৎ
উদ্যোগ সদ্যঃ

ধ্+য=ধ্য—মধ্য বাধ্য সাধ্য ধ্যান ধ্যেয় আরাধ্য অযোধ্যা অধ্যাপন

ন্+য=ন্য—জন্য বন্য ধন্য ধান্য মান্য বদান্য জঘন্য সৌজন্য কন্যা
বন্যা ন্যায় অভিমন্যু চৈতন্যদেব

প্‌+য=প্য—রৌপ্য আপ্যায়িত সামীপ্য

ব্‌+য=ব্য—ব্যসন ব্যতিরেক ব্যামোহ ব্যোম

ভ্‌+য=ভ্য—লভ্য সভ্য অভ্যাস অভ্যাগত অভ্যুদয়
অভ্যুপেত অভ্যন্তর

ম্‌+য=ম্য—গম্য রম্য কাম্য সাম্য

য্‌+য=য্য—শয্যা সাহায্য আতিশয্য

ল্‌+য=ল্য—কল্য শল্য বাল্য মাল্য তুল্য অহল্যা কল্যাণ
কৈবল্য কৌশল্যা

ব্‌+য=ব্য—গব্য নব্য হব্য কাব্য দিব্য দাতব্য তালব্য পিতৃব্য ব্যথা
ব্যাধ ব্যাধি ব্যূহ ব্যাকরণ ব্যাসদেব ব্যবহার ব্যবসায়

শ্‌+য=শ্য—বশ্য অবশ্য দৃশ্য কশ্যপ নৈরাশ্য আবশ্যক শ্যাব
শ্যাম শ্যামল শ্যালক শ্যেন

ষ্‌+য=ষ্য—তিষ্য শিষ্য তুষ্য পুষ্য। মনুষ্য তৃষ্য
বৃষ্য পোষ্য যোষ্য নিষ্যন্দ

স্‌+য=স্য—আস্য হাস্য শস্য আলস্য উপাস্য ঔদাস্য নমস্য
মৎস্য কাংস্য তপস্যা সমস্যা দস্যু

হ্‌+য=হ্য—উহ্য সহ্য দাহ্য বাহ্য গুহ্য লেহ্য দহ্যমান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

র ফলা ্র

গ্র ঘ্র......জ্র......প্র......হ্র

[শিখাইবার রীতি "য" ফলার ন্যায়]

ক্‌+র=ক্র—তক্র নক্র বক্র শক্র শুক্র ক্রতু বিক্রম পরাক্রম
অতিক্রম ক্রমাগত ক্রয় ক্রিয়া ক্রিমি ক্রীড়া ক্রেতা
ক্রোড় ক্রোধ ক্রোশ ক্রন্দন অক্রূর চক্রপাণি
ষট্‌চক্র সংক্রান্তি ক্রমশঃ

খ্‌+র=খ্র—বিখ্র

গ্‌+র=গ্র—অগ্র উগ্র গ্রাম গ্রীবা গ্রহণ আগ্রহ বিগ্রহ গ্রন্থ
গ্রস্ত গ্রাম গ্রাহ্য ব্যগ্র গ্রীষ্ম অগ্রহায়ণ

ঘ্‌+র=ঘ্র—ঘ্রাণ শীঘ্র আঘ্রাণ আঘ্রাত ব্যাঘ্র

জ্‌+র=জ্র—বজ্র বজ্রপাণি বজ্রবারক

ড্‌+র=ড্র—উড্র বড্র

ঢ্‌+র=ঢ্র—মেঢ্র

ত্‌+র=ত্র—পত্র ছত্র ছাত্র যাত্রা চিত্র মিত্র সূত্র বৃত্র চৈত্র
রাত্রি ত্রয় ত্রাস ত্রেতা বিচিত্র চরিত্র সাবিত্রী
ত্রিলোচন কৃত্রিম জগদ্ধাত্রী

ত্‌+র+উ=ত্রু—ত্রুটি শত্রু শত্রুঘ্ন

দ্‌+র=দ্র—ভদ্র রুদ্র শূদ্র ভাদ্র ছিদ্র নিদ্রা মাদ্রী সমুদ্র
দরিদ্র সুভদ্রা রৌদ্র দ্রব দ্রোণ দ্রৌপদী
জয়দ্রথ

দ্‌+র+উ=দ্রু—কদ্রু দদ্রু দ্রুম শতদ্রু

দ্‌+র+ঊ+দ্রূ—তদ্রূপ বিদ্রূপ

ধ্‌+র=ধ্র —গৃধ্র লোধ্র

ধ্‌+র+উ=ধ্রু—ধ্রুব ধ্রুপদ

ন্‌+র=ন্রস্থিমালী

প্‌+র=প্র—বিপ্র প্রথা প্রভা প্রভব প্রণয় প্রথম
প্রমথ প্রয়াগ প্রসাদ প্রণাম প্রভাব প্রতিভা

প্রতিমা প্রশংসা প্রাণ প্রাণী প্রসাদ প্রীতি
খুরপ্র প্রশ্ন প্রজ্ঞা প্রাজ্ঞ ক্ষিপ্র

ব্ + র্ = ব্র—তীব্র ব্রতী ব্রততী ব্রহ্মা পরমব্রহ্ম
ব্রহ্মাণ্ড ব্রাহ্মণ

ভ্ + র্ = ভ্র—অভ্র শুভ্র ভ্রম ভ্রমণ ভ্রমর ভ্রাতা

ভ্ + র্ + উ = ভ্রু—ভ্রুকুটি বভ্রুবাহন

ভ্ + র্ + উ = ভ্রূ—ভ্রূ ভ্রূক্ষেপ ভ্রূভঙ্গী সুভ্রূ

ম্ + র্ = ম্র—নম্র আম্র তাম্র ধূম্র সম্রাট্

ব্ + র্ = ব্র—ব্রজ ব্রত ব্রণ ব্রতী ব্রততী ব্রাত ব্রীড়া
ব্রজবাসী ব্রজনাথ ব্রজকিশোর ব্রজমোহন

শ্‌+র্‌=শ্র—শ্রম আশ্রম আশ্রয় শ্রবণ শ্রাবণ বিশ্রাম
আশ্রিত শ্রীরাম শ্রীমান্‌ সুশ্রী মিশ্রিত
শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ শ্রেয়স্কর বিশ্রবা শ্রাদ্ধ

শ্‌+র্‌+উ=শ্রু—অশ্রু শ্রুতি সুশ্রুত প্রতিশ্রুত

শ্‌+র্‌+ঊ=শ্রূ—শ্বশ্রূ শুশ্রূষা

স্‌+র্‌=স্র—অজস্র সহস্র স্রবণ স্রাব তমিস্র স্রোত
সংস্রব প্রস্রাব প্রস্রবণ স্রষ্টা

স্‌+র+উ=স্রু—স্রুতি

হ্‌+র্‌=হ্র—হ্রদ হ্রাস দহ্র প্রহ্লাদ

সংযুক্ত বর্ণ—তিন অক্ষর

ক্+ত্+র = ক্ত্র—বক্ত্র শক্ত্রি

ক্+ল্+য = ক্ল্য—শৌক্ল্য

ক্+ষ্+ণ = ক্ষ্ণ—তীক্ষ্ণ পক্ষ্ণ শ্লক্ষ্ণ

ক্+ষ্+ম = ক্ষ্ম—লক্ষ্মণ লক্ষ্মী সূক্ষ্ম পক্ষ্ম যক্ষ্মা

ক্+ষ্+য = ক্ষ্য—লক্ষ্য ভক্ষ্য রক্ষ্য প্রতীক্ষ্য বক্ষ্যমাণ

ক্+ষ্+ব = ক্ষ্ব—ক্ষ্বেড় ক্ষ্বেলা ক্ষ্বিণ্ণ

গ্+ন্+য = গ্ন্য—জামদগ্ন্য

ঙ্ + ক্ + ষ = ঙ্ক্ষ—আকাঙ্ক্ষা সঙ্ক্ষেপ (সংক্ষেপ) সঙ্ক্ষুব্ধ (সংক্ষুব্ধ) ধ্বাঙ্ক্ষ

ঙ্ + ক্ + র = ঙ্ক্র—চঙ্ক্রমণ সঙ্ক্রমণ সঙ্ক্রান্তি (সংক্রান্তি)

ঙ্ + খ্ + য = ঙ্খ্য—সঙ্খ্যা (সংখ্যা)

ঙ্ + ঘ্ + র = ঙ্ঘ্র—অঙ্ঘ্রি অঙ্ঘ্রিপ ষড়ঙ্ঘ্রি ষোড়শাঙ্ঘ্রি

চ্ + ছ্ + র = চ্ছ্র—কৃচ্ছ্র তপ্তকৃচ্ছ্র

চ্ + ছ্ + ব = চ্ছ্ব—উচ্ছ্বাস

জ্ + জ্ + ব = জ্জ্ব—উজ্জ্বল

ণ্ + ড্ + র = ণ্ড্র—পৌণ্ড্রক

ত্‌+ত্‌+ব=ত্ত্ব—তত্ত্ব সত্ত্বা সাত্ত্বিক অন্তঃসত্ত্বা

ত্‌+ন্‌+য=ত্ন্য—পত্ন্যাট

ত্‌+ম্‌+য=ত্ম্য—মাহাত্ম্য

ত্‌+র্‌+য=ত্র্য—ত্র্যম্বক ত্র্যহস্পর্শ ত্র্যংশ

ত্‌+স্‌+থ=ত্স্থ—কাকুৎস্থ

দ্‌+ধ্‌+র=দ্ধ্র—পন্নদ্ধ্রী

দ্‌+ব্‌+য=দ্ব্য—দ্ব্যহ দ্ব্যক্ষর দ্ব্যপীতি দ্ব্যঙ্গুল

ন্‌+ত্‌+য=ন্ত্য—দন্ত্য অচিন্ত্য চিন্ত্যমান

ন্‌+ত্‌+র=ন্ত্র—অন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত

ন্‌+ত্‌+ব=ন্ত্ব—সান্ত্বনা

ন্ + দ্ + য = ন্দ্য—বন্দ্য মান্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্ + দ্ + র = ন্দ্র—ইন্দ্র চন্দ্র তন্দ্রা সান্দ্র কেন্দ্র ইন্দ্রিয় শ্রীরামচন্দ্র

ন্ + দ্ + ব = ন্দ্ব—দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্বী

ন্ + ধ্ + য = ন্ধ্য—সন্ধ্যা বন্ধ্যা বিন্ধ্যাচল বিন্ধ্যবাসিনী

ন্ + ধ্ + র = ন্ধ্র—রন্ধ্র অন্ধ্রক

ন্ + ন্ + য = ন্ন্য—সন্ন্যাস সন্ন্যাসী

ম্ + প্ + র = ম্প্র—সম্প্রদান সম্প্রদায় সম্প্রতি সম্প্রীত

র্ + ক্ + ক = র্ক্ক—কর্ক্কশ

র্ + ক্ + য = র্ক্য—বার্ক্য তর্ক্য

র্ + খ্ + য = র্খ্য—মৌর্খ্য

র্ + গ্ + য = র্গ্য—গার্গ্য

র্ + গ্ + র = দুর্গ্রাহ্য

র্ + ঘ্ + য = র্ঘ্য—অর্ঘ্য দৈর্ঘ্য

র্ + চ্ + চ = র্চ্চ—বর্চ্চ অর্চ্চা চর্চ্চা অর্চ্চনা চর্চ্চিত বার্চ্চ

চর্চ্চরী বর্চ্চস্বী

র্ + চ্ + ছ = র্চ্ছ—মূর্চ্ছা মূর্চ্ছিত

র্ + জ্ + জ = র্জ্জ—বর্জ্জন তর্জ্জন গর্জ্জন মার্জ্জনা জর্জ্জর

দুর্জ্জয় নির্জ্জন অর্জ্জুন খর্জ্জুর গুর্জ্জর

ধূর্জ্জটি উপার্জ্জন

র্+জ্+ঞ=র্জ্ঞ—দুর্জ্ঞেয়

র্+ঢ্+য=র্ঢ্য—দার্ঢ্য

র্+ণ্+য=র্ণ্য—কর্ণ্য

র্+ত্+ত=র্ত্ত—আর্ত্ত বার্ত্তা গর্ত্ত আবর্ত্ত কর্ত্তা কর্ত্তন কীর্ত্তি কীর্ত্তন কার্ত্তিক মূর্ত্তি বর্ত্তুল মুহূর্ত্ত কর্ত্তব্য

র্+ত্+ম=র্ত্ম—বর্ত্ম

র্+থ্+য=র্থ্য—যাথার্থ্য

র্+দ্+দ=র্দ্দ—মর্দ্দন গর্দ্দভ দুর্দ্দম দুর্দ্দশা শার্দ্দূল কপর্দ্দক জনার্দ্দন চতুর্দ্দশ বলীবর্দ্দ

র্+দ্=ধ=র্দ্ধ—অর্দ্ধ মূর্দ্ধা দুর্দ্ধর করর্দ্ধি পরার্দ্ধ গোবর্দ্ধন
ধনুর্দ্ধর নির্দ্ধারণ

র্+দ্+র=দ্র্—আর্দ্র আর্দ্রা

র্+দ্+ব=র্দ্ব—নির্দ্বন্দ্ব

র্+ধ+ম=র্ধ্ম—নির্ধ্মাপন

র্+ম্+ম=র্ম্ম—কর্ম্ম ধর্ম্ম চর্ম্ম বর্ম্ম ঘর্ম্ম কূর্ম্ম শর্ম্ম ঊর্ম্মি
দুর্ম্মতি নির্ম্মল নর্ম্মদা নির্ম্মাণ ধার্ম্মিক কর্ম্মিষ্ঠ
ধর্ম্মিষ্ঠ গঙ্গোর্ম্মি

র্+য্+য=র্য্য—আর্য্য কার্য্য ধার্য্য বর্য্য তূর্য্য বীর্য্য সূর্য্য

ভার্য্যা আচার্য্য ধৈর্য্য শৌর্য্য পর্য্যায় মাধুর্য্য
মর্য্যাদা পর্য্যটন পরিচর্য্যা

র্‌+ল্‌+ল = র্ল্ল—নির্ল্লজ্জ

র্‌+ব্‌+ভ = র্ব্ভ—গর্ব্ভ গর্ব্ভধারিণী

র্‌+ব্‌+ব = র্ব্ব—খর্ব্ব গর্ব্ব পর্ব্ব সর্ব্ব পর্ব্বত
বর্ব্বর অথর্ব্ব পূর্ব্ব দুর্ব্বল তুর্ব্বসু
চর্ব্বণ উর্ব্বরা পার্ব্বতী দুর্ব্বাসা দুর্ব্বাসনা
নির্ব্বাণ শর্ব্বাণী চার্ব্বাক দুর্ব্বোধ্য গুর্ব্বিণী

র্‌+শ্‌+য = র্শ্য—কার্শ্য

র্ + শ্ + ব = র্শ্ব—পার্শ্ব পারিপার্শ্বিক

র্ + ষ্ + ণ = র্ষ্ণ—কার্ষ্ণ পার্ষ্ণি পার্ষ্ণিগ্রাহ

র + ষ্ + য = র্ষ্য—ঈর্ষ্যা

র্ + হ্ + য = র্হ্য—গর্হ্য

ল্ + প্ + ব = ল্প্য—কল্প্য

ল্ + ক্ + য = ল্ক্য—যাজ্ঞবল্ক্য

ব্ + ভ্ + র = ব্ভ্র—অব্ভ্র

স্ + ত্ + য = স্ত্য—অগস্ত্য পুলস্ত্য পৌলস্ত্য

স্ + ত্ + র = স্ত্র—অস্ত্র বস্ত্র শস্ত্র শাস্ত্র

স্ + থ্ + য = স্থ্য — স্বাস্থ্য গার্হস্থ্য কাকুৎস্থ্য
ষ্ + ক্ + র = ষ্ক্র — নিষ্ক্রয় নিষ্ক্রিয় নিষ্ক্রমণ
ষ্ + ক্ + ব = ষ্ক্ব — নিষ্ক্বাথ
ষ্ + ট্ + র = ষ্ট্র — উষ্ট্র রাষ্ট্র দংষ্ট্রা ধৃতরাষ্ট্র
ষ্ + প্ + র = ষ্প্র — নিষ্প্রভ
হ্ + ম্ + য = হ্ম্য — ব্রাহ্ম্য
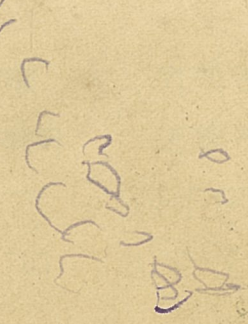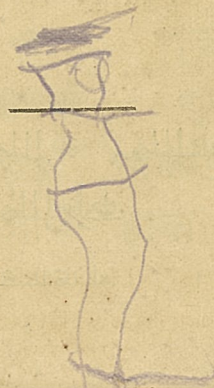
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সংযুক্ত বর্ণ—চারি অক্ষর।

ক্ + ষ্ + ণ্ + য = ক্ষ্ণ্য—তৈক্ষ্ণ্য

র্ + ক্ + ষ্ + য = র্ক্ষ্য—তর্ক্ষ্য   তার্ক্ষ্য

র্ + ত্ + ত্ + য = র্ত্ত্য—মর্ত্ত্য

র্ + দ্ + দ্ + য = র্দ্দ্য—তুর্দ্দ্যূত

র্ + দ্ + ধ্ + য = র্দ্ধ্য—পরার্দ্ধ্য

র্ + দ্ + ধ্ + র = র্দ্ধ্র—বার্দ্ধ্রী

র্ + দ্ + ধ্ + ব = র্দ্ধ্ব—ঊর্দ্ধ্ব

র্‌+ম্‌+ম্‌+য = র্ম্ম্য—হর্ম্ম্য নৈষ্কর্ম্ম্য

র্‌+ষ্‌+ট্‌+য = র্ষ্ট্য—ধার্ষ্ট্য

সংযুক্তবর্ণ—পাঁচ অক্ষর।

র্‌+ত্‌+স্‌+ন্‌+য = —কাৎর্স্ন্য

সংযুক্ত বর্ণের বানান শিখাইবার জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত শব্দ দেওয়া গেল।

ধর্ম্ম শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য স্বাপ স্বেচ্ছা শ্রদ্ধা ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ ক্ষুদ্র স্পর্শ স্পর্দ্ধা ত্যক্ত ত্রস্ত দ্রব্য দৃষ্ট ক্লিষ্ট ভ্রষ্ট নিঃস্ব হ্রস্ব প্রাপ্ত ব্যাঘ্র শ্মশ্রু স্মার্ত্ত দ্বন্দ্ব

শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্লাদ সঙ্কল্প সঙ্কীর্ণ সংক্রান্তি নিষ্ক্রান্ত শাস্ত্রজ্ঞ প্রতিজ্ঞা প্রস্তাব প্রার্থনা প্রচণ্ড প্রাঙ্গণ প্রত্যহ প্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষ প্রত্যূষ প্রসন্ন প্রসঙ্গ

বৃত্তান্ত নির্দ্দিষ্ট নিস্তব্ধ মুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ অধ্যক্ষ আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য কৈঙ্কর্য্য
সম্পত্তি সর্ব্বত্র সর্ব্বাঙ্গ মার্ত্তণ্ড পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন শ্রীবৃদ্ধি পূর্ব্বাহ্ণ
মধ্যাহ্ণ সন্তুষ্ট ব্রহ্মাণ্ড ব্রাহ্মণ ত্রৈলোক্য উচ্ছ্বাস দয়ার্দ্র গন্ধর্ব্ব সম্পূর্ণ
সম্পন্ন পঞ্চত্ব অন্যান্য ঘর্ম্মাক্ত তৃষ্ণার্ত্ত দুর্ভিক্ষ বিশ্বস্ত নিশ্চিন্ত
শ্রদ্ধাস্পদ স্রোতস্বতী উচ্ছৃঙ্খল কুম্ভকর্ণ লঙ্কাকাণ্ড কুরুক্ষেত্র প্রাতঃস্মরণীয়
উচ্চৈঃস্বরে শ্রেয়স্কর আত্মরক্ষা প্রদর্শন বয়ঃক্রম বৃক্ষচ্ছায়া প্রত্যুত্তর
দুর্ব্ব্যবহার পর্ব্বতশৃঙ্গ

১। "কৃষ্ণ বিনা বন্ধু বাছা কেবা করে কার?"

গোপাল নামে একটী পিতৃহীন বালক ছিল। তাহার মা অনেক দুঃখে কষ্টে তাহাকে মানুষ করিত। তাহাদের বাড়ীর নিকটেই একটী বন ছিল। এই বনের ভিতর দিয়া গোপালকে প্রত্যহই পাঠশালায় যাইতে হইত। এই বনের ভিতর দিয়া যাইতে গোপালের বড়ই ভয় হইত। সে একদিন তাহার মাকে বলিল, "মা! বনের ভিতর একাকী যাইতে বড় ভয় হয়।" মা বলিলেন, "ভয় কি বাবা? যাহার কেহ নাই, তাহার কৃষ্ণদাদা আছেন। তাঁহাকে ডাকিও। তিনিই তোমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন।" গোপালের মাতৃবাক্যে অচল বিশ্বাস ছিল। সে প্রত্যহই দেখিত বনের ভিতর জন্তু ভিন্ন কোনও মানুষ নাই, তথাপি সে নিজের চোখকে বিশ্বাস না করিয়া মার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিল। সেই দিন প্রসাদ পাইয়া গোপাল নির্ভয়ে পাঠশালায় গেল। যেই বনের ভিতর আসিল, অমনি সে "কৃষ্ণদাদা" "কৃষ্ণদাদা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন একটী কৃষ্ণবর্ণ শিশুর রূপ ধরিয়া আসিয়া বলিলেন, "ভাই গোপাল তোমার ভয় কি? এই বনেই আমি বাস করি। তুমি যখনই এই

বনে আসিবে তখনই আমাকে ডাকিও আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" এই বলিয়া কৃষ্ণদাদা গোপালকে সঙ্গে করিয়া বনটী পার করিয়া দিলেন। পাঠশালা হইতে ফিরিবার সময় গোপাল আবার "কৃষ্ণদাদা" বলিয়া ডাকিল। তখন কৃষ্ণদাদা আসিয়া প্রাতঃকালের ন্যায় পুনরায় গোপালকে বনটী পার করিয়া দিলেন। এইরূপে পাঠশালায় যাইবার সময় গোপাল প্রত্যহই বনের ভিতর প্রবেশ করিয়াই কৃষ্ণদাদা বলিয়া ডাকিত ও কৃষ্ণদাদা বনটী পার করিয়া দিতেন।

একদিন গুরুমহাশয়ের পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গুরুমহাশয় সকল বালককে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলে যে যাহা পার কাল আনিবে।" কেহ বলিল "আমি চিঁড়ে আনিয়া দিব," কেহ বলিল "আমি কলাপাতা আনিয়া দিব।" এই রকমে সকলেই কোনও না কোনও জিনিষ আনিবার ভার লইল। গোপাল কিছুই বলিল না। গুরুমহাশয় বলিলেন, "গোপাল তোমাকে যত দই লাগে দিতে হইবে।" সে বলিল "আচ্ছা।" গোপাল দুঃখিত মনে বাড়ী আসিয়া মাকে বলিল, "মা কাল গুরুমহাশয়ের বাপের শ্রাদ্ধ। তিনি বলিয়াছেন যত দই লাগে, কাল আমাকে দিতে হইবে।"

এই কথা শুনিয়া গোপালের মার বড়ই চিন্তা হইল। গোপালের মা নিজেই বলিয়াছিলেন "ভয় কি বাবা? যাহার কেহ নাই তার কৃষ্ণদাদা আছেন।" এখন গোপালের মা নিজেই ভুলিল,—

"কৃষ্ণ বিনা বন্ধু বাছা কেবা কবে কার?"

গোপালের মা যখন চুপ করিয়া রহিল তখন গোপালের কৃষ্ণদাদাকে মনে পড়িল। তখন গোপাল বলিল "মা এই বিপদে আমাদের কৃষ্ণদাদাকে ডাকিলে হয় না?" গোপালের মার তখন সেই অনাথের নাথ বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে মনে পড়িল। গোপালের মা বলিল "হাঁ বাবা। কৃষ্ণদাদাকে ডাকিলে তিনি সকল বিপদ্ হইতেই উদ্ধার করেন। আমি পাপিষ্ঠা কিনা তাই একথাও ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

পরদিন যথাকালে পাঠশালায় যাইবার সময় গোপাল বনের ভিতর যাইয়াই কান্দিতে কান্দিতে উচ্চৈঃস্বরে "কৃষ্ণদাদা" "কৃষ্ণদাদা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কৃষ্ণদাদা আসিয়া বলিলেন "ভয় কি? ভয় কি ভাই? এই যে আমি আছি। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না?

তোমার কি হইয়াছে ভাই ?" গোপাল তখন কান্না থামাইয়া বলিল "দাদা গুরুমহাশয় আমাকে তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধে যত দই লাগে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। আমি দই কোথায় পাইব ?" এই বলিয়া গোপাল আবার কান্দিয়া ফেলিল। কৃষ্ণদাদা বলিলেন, "ভয় কি ভাই ? আমি থাকিতে তোমার এই সামান্য কথায় ভয় কি ? যখন যে বিপদে পড়িবে আমায় বলিও। আমি থাকিতে তোমার কোনও ভয় নাই।" এই বলিয়াই একটী খুব ছোট দইয়ের ভাণ্ড তাহাকে দিলেন, যাহাতে তাহার বহিয়া লইয়া যাইবার কোন কষ্ট না হয়। দইয়ের ভাঁড় হাতে দিয়া কৃষ্ণদাদা গোপালকে বলিলেন "এই দই লও। ইহা ফুরাইবে না।" গোপালের তখনও একেবারে ভয় যাইল না, সে মনে করিল এইটুকু দধিতে কি হইবে। গোপাল বিষণ্ণ মনে সেই দধিভাণ্ড লইয়া গুরুমহাশয়ের হাতে দিল। গুরুমহাশয় রাগিয়া বলিলেন "এইটুকু দধিতে কি হইবে ?" গোপাল ধীরে ধীরে বলিল "কৃষ্ণদাদা বলিয়া দিয়াছেন, এই দই ফুরাইবে না।" গুরুমহাশয়ের ভক্তির লেশমাত্র নাই, কাজেই একথা শুনিয়াও শুনিল না। গুরুমহাশয় গোপালকে অনেক তিরস্কার করিল। কিন্তু যখন পরিবেশনের সময় আসিল, তখন গুরুমহাশয় দেখিল দধি যতই

ঢালে না কেন, ভাণ্ডটী যেমন পূর্ণ তেমনি পূর্ণই থাকে। তখন সকলেই অবাক্ হইয়া গেল। সকলেই খাইয়া বলিতে লাগিল "আহা কি মিষ্ট দই, এমন দই ত জীবনে কখনও খাই নাই।" কিন্তু এমনই আশ্চর্য্য যে "দই কোথা হইতে পাইয়াছ" গোপালকে কেহই জিজ্ঞাসা করিল না। গোপালও গোপালের মা সেই দিন হইতে আর কৃষ্ণদাদাকে ভুলিল না।

তোমাদের সকলেরই কৃষ্ণদাদা আছেন। সেই দীনবন্ধু, সেই কাঙ্গালের নাথ, সেই অশরণের শরণকে তোমরা কেহ ভুলিও না। জানিও যে, তাঁহার ন্যায় বন্ধু তোমাদের আর কেহই নাই।

"ত্বং গতি-স্ত্বং মতি-র্ম্মহ্যং পিতা মাতা গুরুঃ সখা।
সুহৃদ-শ্চাত্মরূপ-স্ত্বং ত্বাং বিনা নাস্তি মে গতিঃ॥

"নান্যং ততঃ পদ্ম-পলাশ-লোচনাৎ দুঃখ-চ্ছিদং তে মৃগয়ামি কঞ্চন।
যো মৃগ্যতে হস্ত-গৃহীত-পদ্ময়া শ্রিয়েতরৈ-রঙ্গ বিমৃগ্যমাণয়া॥" ২

২। "কুম্ভ বলে কষ্ট বিনা কৃষ্ণ নাহি মিলে।"

দেবদত্ত নামে এক ধনীর সন্তান এক সাধুর কাছে শরণাগত হয়। সাধু তাহাকে গরু চরাইতে, কখনও বা হোমের কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে, কখনও বা গঙ্গা হইতে জল আনিতে বলিতেন। ধনী শিষ্য মনে মনে বিরক্ত হইত। ক্রমেই তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। এক দিন স্থির করিল যে গুরুর আশ্রম হইতে না বলিয়াই সে পলায়ন করিবে। এমন সময় সেই সাধুপুরুষ যুবকের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া গঙ্গাজলপূর্ণ একটী কলসীতে শক্তিসঞ্চার করিলেন। কুম্ভ তখন সেই যুবককে ডাকিয়া বলিতে লাগিল। ভাই! তুমি এই সামান্য কষ্টে কাতর হইয়া এমন দুর্লভ সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহিতেছ? আমার কথা একবার শুন। আমি এক পুষ্করণীর তীরে মৃত্তিকারূপে পড়িয়াছিলাম। কাহারও কোনও ক্ষতি করিতাম না। তথাপি জীবজন্তু সকলেই আসিয়া আমার উপর মলত্যাগ করিত। আমি কিছুই বলিতাম না। একদিন এক কুম্ভকার আসিয়া কোনও কথা না বলিয়া হঠাৎ কোদাল দিয়া আমার

শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল। তাহাতেও আমি দ্বিরুক্তি করিলাম না। তৎপরে ঐ কুম্ভকার আমাকে মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া এমন সজোরে মাটিতে ফেলিয়া দিল যে, আমার অস্থি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। ভাবিলাম, এইবার হয় ত আমায় কষ্টের অবসান হইল। কিন্তু তখনই আমার এ ভ্রম দূর হইল। কলসী কলসী ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া পা দিয়া আমাকে এমন চট্‌কাইতে লাগিল যে, আমি একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলাম। আমি নীরবে সকল কষ্টই সহ্য করিলাম। তথাপি কুম্ভকার যন্ত্রণা দিতে ক্ষান্ত হইল না। তাহার পর সেই নিষ্ঠুর কুম্ভকার একটা প্রকাণ্ড চাকায় আমাকে বসাইয়া সবেগে ঘুরাইতে লাগিল। মনে মনে কতই ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। কেইহ আমার সেই কাতর আর্ত্তনাদ শুনিল না। তারপর যখন চাকা হইতে আমায় নামাইল, তখন মনে করিলাম আর কত কষ্ট দিতে পারে? এবার অবশ্যই আমাকে ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু সাধুসঙ্গ অনেক কষ্টে মিলে। কাযেই আমার আবার কষ্ট আরম্ভ হইল। কুম্ভকার প্রচণ্ড রৌদ্রে আমাকে দিনের পর দিন শুকাইতে লাগিল। যখন আমি একেবারে শুষ্ক হইয়া গেলাম, তখন মনে করিলাম এবার নিশ্চয়ই কষ্টের হাত হইতে নিষ্কৃতি

পাইব। আর কত কষ্টই বা দিবে। তখনও মনে করিলাম না যে, সাধুসঙ্গ সহজে মিলে না। কাযেই আমার এই বিষম ভ্রম তখনই দূর হইল। কুম্ভকার তখনই আমাকে এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া পোড়াইতে লাগিল। যখন আমার সমস্ত ময়লা পুড়িয়া গেল ও আমি নিজ মলিন স্বভাব ছাড়িয়া লাল হইলাম। তখন আমাকে উঠাইয়া যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিল। এত দিনে আমার চৈতন্য হইল ও আমি স্থির বুঝিলাম, কষ্ট বিনা কৃষ্ণ মিলে না। আমার কষ্ট এড়াইবার ইচ্ছা একেবারে দূরে গেল।

তারপর যে কিনিতে আসে সেই আমাকে চাঁটি মারিয়া চলিয়া যায়। এই চাঁটি খাইয়া আমার আনন্দ হইতে লাগিল আমি বুঝিলাম আমি যদি পরম আনন্দে কষ্ট সহ্য করিতে শিখি, তবে নিশ্চয়ই আমার উপর একদিন না একদিন সাধুর কৃপা হইবেই। কাযেই অনেক চাঁটি খাইয়াও আমি একবারও "খ্যাঁৎ" বলিলাম না। বরং সাধুর কৃপা পাইব এই মনে করিয়া আনন্দে ভাসিতে লাগিলাম। এত দিনে আমার ভাগ্যোদয় হইল। তখন এই সাধুমহারাজ আমায় কিনিয়া আনিলেন ও পবিত্র গঙ্গাজল বহন করিয়া শ্রীভগবানের সেবা করিতে নিযুক্ত করিলেন।

আমার সঙ্গীদের কাহারও ভাগ্যে ইহা ঘটিয়া উঠিল না। তাহারা অনেকেই "থ্যাং" বলিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই মনে করিল না যে, অনেক কষ্ট না পাইলে কৃষ্ণ মিলে না। অতএব কেহই চাঁটি খাইয়া আনন্দ করিতে পারিল না। কাহাকে কাহাকেও এত কষ্টের পরও মল-মূত্র বহন করিয়া জীবন কাটাইতে হইল। তাই বলি ভাই! দুর্লভ সাধুসঙ্গ সহজে মিলে না। তুমি এই সামান্য কষ্টেই কাতর হইতেছ কেন? আমার কথা ভাবিয়া দেখ দেখি? আমার অশেষ দুঃখের কথা ভাব ও আমার এই পরম সৌভাগ্যের কথা স্মরণ কর। দেখ এই সৌভাগ্যলাভে আমার দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করা দূরে থাকুক, পরম সুখ বলিয়া মনে করি। আহা! ভাগ্যে আমার এত কষ্টভোগ হইয়াছিল, তাই ত আজ আমার উপর এই কৃপা। যুবক তখনই গুরুমহারাজের নিকট গিয়া শ্রীচরণে পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে নিজের সকল অপরাধ স্বীকার করিল ও বলিল, মহারাজ! আপনি আমার অনন্ত নরক ঘুচাইয়া বৈকুণ্ঠে পাঠাইবার জন্য এই কৃপা করিতেছেন আর আমি পাপিষ্ঠ আপনাকে মনে মনে কতই গালি দিয়াছি। ঠাকুর! আমার অপরাধের সীমা নাই। কিন্তু আপনিও ক্ষমানিধি। আমাকে

নিজ গুণে রক্ষা করুন্। সাধু বলিলেন, বৎস!

"কুম্ভ বলে কষ্ট বিনা কৃষ্ণ নাহি মিলে।"

এই কথাটি মনে রাখিও। কখনও কষ্ট সহ্য করিতে কাতর হইও না। হাসি মুখে সকল কষ্টই সহ্য করিতে শিখিবে। ভগবান্ তোমার কল্যাণ করিবেন।

জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমান-মদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বা-মকিঞ্চন-গোচরম্ ॥ ২ ॥

ত্রৈবর্গিকায়াস-বিঘাত-মস্মৎ-পতি-র্বিধত্তে পুরুষস্য শক্র।
ততোঽনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো যো দুর্লভোঽকিঞ্চন-গোচরোঽন্যৈঃ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাং চাবমন্যতে ॥ ৩ ॥

ভাগ্যোদয়েন বহুজন্ম-সমার্জিতেন সৎসঙ্গমঞ্চ লভতে পুরুষে যদা বৈ।
অজ্ঞান-হেতু-কৃত-মোহ-মদান্ধকার-নাশং বিধায় তদোদয়তে বিবেকঃ ॥ ৪ ॥

৩। "চশমা লও দেখ বাছা কে আছে মানব।
মানব মিলিলে কষ্ট হইবে লাঘব॥"

কোন গ্রামে রামপ্রপন্ন নামে এক ভক্ত বাস করিতেন। তিনি ভিক্ষা করিয়া জীবনযাপন করিতেন। একদিন তিনি ভগবানের উপর অভিমান করিয়া বলিলেন, "আমি লক্ষ্মীকান্তের আশ্রিত হইয়া সামান্য অর্থের জন্য কষ্ট পাইব? ইহা কখনই হইবে না।" তখন শ্রীভগবান্ আসিয়া তাঁহাকে একখানি চশমা দিয়া বলিলেন, ঃ—

"চশমা লও দেখ বাছা কে আছে মানব।
মানব মিলিলে কষ্ট হইবে লাঘব॥"

এই কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। পরে রামপ্রসন্ন চশমা খানি পরিয়া আর কোথাও মানুষ দেখিতে পাইলেন না। কেবল সিংহ, ব্যাঘ্র, কুক্কুর, শৃগাল, সর্প প্রভৃতি জন্তুগণে এই জগৎ পরিপূর্ণ দেখিলেন। মনুষ্য কেহই নাই। পুনরায় চশমা খুলিয়া দেখেন, এই মাত্র

যাহাদিগকে হিংস্র জন্তু দেখিতেছিলেন তাহারা সকলেই মনুষ্য। কেহ বা ব্রাহ্মণ, কেহ বা বিদ্বান্, কেহ বা ধনী, কেহ বা উচ্চপদে সমাসীন। কিন্তু যেই চশমাখানি পরেন আর অমনি তাহাদেরই কাহাকে ব্যাঘ্র, কাহাকে সর্প, কাহাকে কুক্কুর ইত্যাদি দেখেন।

অবশেষে রামপ্রপন্ন চশমা পরিয়া অনেক অনুসন্ধানে একটী মাত্র মনুষ্য দেখিতে পাইলেন। তিনি মুচি। জুতা সেলাই করিতেছিলেন। রামপ্রপন্ন তাঁহার নিকটে যাইয়া নিজের অভাব জানাইলেন। তখন সেই মুচি বলিলেন, "এত ধনী ও রাজা থাকিতে আপনি আমার কাছে অর্থের জন্য আসিয়াছেন? আমি নীচ। আমি কি করিয়া আপনার অভাব দূর করিতে পারিব?" রামপ্রপন্ন তখন সেই মুচিকে শ্রীভগবানের আজ্ঞা জানাইলেন ও বলিলেন "আমি শ্রীভগবানের আজ্ঞা পাইবামাত্র চশমা পরিয়া মানুষ খুঁজিতে বাহির হইলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য পূর্ব্বে যাহাদিগকে মানুষ বলিয়া জানিতাম, তাহাদের সকলকেই চশমা পরিবামাত্র পশু দেখিতে লাগিলাম। কাহাকেও ধনী, কাহাকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও পণ্ডিত, কাহাকেও অভিজাত বলিয়া জানি। কিন্তু যেই চশমা পরি, অমনি তাহারা সকলেই পশুর আকার ধারণ করে। এইরূপে

অনেক খুঁজিয়া বহু কষ্টে কেবল আপনাকেই মানুষ দেখিলাম। তাই আমি আপনার কাছেই আসিয়াছি।" এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া সেই মুচি রামপ্রপন্নকে বলিলেন "আচ্ছা একটু অপেক্ষা করুন, দেখি যদি কোনও উপায় করিতে পারি।"

সেই মুচি তখন রাজার একজোড়া জুতা সেলাই করিতেছিলেন। অবিলম্বে রাজভৃত্য জুতা লইতে আসিল। তৎক্ষণাৎ সেই মুচির মনে হইল, তবে কি ভগবান্ বলিতেছেন, রাজার কাছে যাইয়া এই অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলি। তাহা হইলে এই ভক্তের অভাব দূর হইবে। এই মনে করিয়া সেই মুচি রাজভৃত্যকে বলিলেন, "তুমি যাও। আমি স্বয়ং লইয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া সেই ভক্তকে সঙ্গে করিয়া রাজার নিকট যাইয়া সেই জুতা জোড়াটী দিলেন। রাজা জুতা পাইয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর মুচি বলিলেন, "মহারাজ! আপনার নিকট দাসের এক প্রার্থনা আছে। যদি আজ্ঞা হয় নিবেদন করি।" রাজা বলিলেন "বল"। তখন মুচি বলিলেন "মহারাজ! এই দরিদ্রের অর্থকষ্ট দূর করিতে আজ্ঞা হয়।" রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "এই ব্যক্তি আমার কাছে না আসিয়া তোমার ন্যায় হীন ব্যক্তির

শরণ লইল কেন ?” মুচি বলিলেন “মহারাজ ! ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে আজ্ঞা হয়।” রাজা তখন সেই ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন ও সেই মুচিকে স্বয়ং চশমা দিয়া সকলকে দেখিতে বলিলেন। সেই মুচি চশমা পরিয়াই রাজসভায় রামপ্রপন্ন ভিন্ন মানুষ দেখিতে পাইলেন না। রাজা মুচিকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কি দেখিতেছ ? বল।” মুচি বলিলেন “মহারাজ ! আমি সমস্তই পশু দেখিতেছি।” রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “আচ্ছা আমাকে ও আমার মন্ত্রীকে কি দেখিতেছ?”সেই মুচি বলিলেন “মহারাজ! অভয় দেন ত বলি।” রাজা অভয় দিলে সেই মুচি বলিলেন “মহারাজ ! আমি আপনাকে দেখিতেছি একটা প্রকাণ্ড সিংহ ও আপনার মন্ত্রী একটা প্রকাণ্ড গাধা।” রাজা তখন বলিলেন “আচ্ছা চশমাখানি আমায় দাও দেখি।” তৎপরে রাজা চশমা পরিয়াই দেখেন যে, তাঁহার সভায় সেই মুচি ও সেইভক্ত ভিন্ন একটীও মানুষ নাই। রাজা তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, সেই মুচি ঠিক্ কথাই বলিয়াছে। তখন রাজার মোহ ঘুচিল ও অহঙ্কার দূরে যাইল। রামপ্রপন্ন যে ভগবানের আপনার জন ও চশমাই যে ভগবানের কৃপা, রাজা তখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। রাজা

তৎক্ষণাৎ রামপ্রপন্নের চরণে শরণাগত হইলেন। সেই অবধি রামপ্রপন্নের আর অর্থকষ্ট রহিল না।

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগ-পক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেনোপ-জীবতি ॥ ১ ॥
জাতাস্ত-এব জগতি জন্তবঃ সাধু-জীবিতাঃ।
যে পুনর্নেহ জায়ন্তে শেষাঃ জরঠ-গর্দ্দভাঃ ॥ ২ ॥
ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থেন দ্বন্দ্ব-মোহেন জন্তবঃ।
ধরা-বিবর-মগ্নানাং কীটানাং সমতাং গতাঃ ॥ ৩ ॥
কিং তেষাং জীবিতেনেহ পশুবচ্চেষ্টিতেন চ।
যেষাং ন প্রবণং চিত্তং বাসুদেবে জগন্ময়ে ॥ ৪ ॥

৪। "বিশ্বাস ক'রো না চিতে, বিপরীত দেখে হিতে।"

শ্রীবৃন্দাবনধামে এক সাধু বাস করিতেন। একদিন এক কৃষক ঐ সাধু পুরুষের নিকট অনেক লোককে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতে ও উপদেশ লইতে দেখিয়া মনে করিল,—নিশ্চয়ই এই সাধু পুরুষের নিকট কোনও অমূল্য বস্তু আছে ও তাহাই সকলকে দিতেছেন। নতুবা এত লোক কেন আসিবে? আমিও যাইয়া সাধুর নিকট যদি কাতর হইয়া প্রার্থনা করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকেও অমূল্য রত্ন দিবেন। এই মনে করিয়া একদিন প্রাতে সে সাধুর চরণে পড়িয়া কাতর হইয়া বলিল—ঠাকুর! আপনি দয়া করিয়া সকলকেই অমূল্য বস্তু বিতরণ করিতেছেন। আমাকেও কৃপা করিয়া সেই অমূল্য রত্ন দিয়া কৃতার্থ করুন। আমি বড় দুঃখী। সেই কথা শুনিয়া সাধুর দয়া হইল। তিনি বলিলেন আচ্ছা। যাহা করিলে তুমি সেই অমূল্য রত্ন পাইতে পারিবে তাহা বলিয়া দিতেছি শুন।

"বিশ্বাস ক'রো না চিতে,
বিপরীত দেখে হিতে।"

কথায় বলে "মন্‌কা কহ্‌না, কভি নহি কর্‌না।" (নিজের মনকে বিশ্বাস করিও না, কেননা সে হিতে বিপরীত দেখে। অতএব মন যাহা বলে তাহা কখনও করিও না।)

এইকথা বলিয়া সেই সাধুপুরুষ চলিয়া গেলেন। সুবুদ্ধি কৃষক সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সাধুর আদেশ পালন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথমেই মনে হইল এইবার বাড়ী যাই। তখনই মনে পড়িল, সাধু মহারাজ যে মনের কথা শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন। মন যখন বাড়ী যাইতে বলিয়াছে তখন বাড়ী যাওয়া হইবে না। এই ভাবিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুতেই নড়িল না। এদিকে তাহার বাড়ীর লোকে তাহাকে বাড়ী ফিরিতে না দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে যেখানে কৃষক দাঁড়াইয়া আছে সেখানে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কেন দাঁড়াইয়া আছ? বাড়ী চল। কৃষক কোনও উত্তর দিল না। সকলে মিলিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল। কৃষক কিছুতেই গেল না। তাহার মন বাড়ী যাইতে চাহিতেছে সে সেই জন্য বাড়ী গেল না। যাহাদিগকে সে এতদিন কতই না আপনার বলিয়া ভাবিত, তাহারা সকলেই

সেই খানে সেই অবস্থায় ফেলিয়াই বাড়ী চলিয়া গেল। কৃষক সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে রাত্রি আসিল। চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। কৃষক শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্ষুধাও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িল। তথাপি মনের কথা কিছুতেই শুনিল না। তাহার আপনার বলিতে যে যেখানে আছে, সকলেই ভোজন করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। কিন্তু যাহাকে স্বপ্নেও আপনার বলিয়া মনে করে নাই, সেই করুণানিধি ভগবান্ তাহার কষ্ট দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি লক্ষ্মীদেবীকে দিয়া প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। প্রসাদ দেখিয়া কৃষকের লোভ হইল। প্রসাদ গ্রহণ করিলে মনের কথা শুনা হয়, এই বিচার করিয়া কৃষক স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর হাতের প্রসাদ ও পাইল না। তখন ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এই প্রসাদ লও। ভক্ষণ কর ও বর প্রার্থনা কর।" কৃষক বলিল "ঠাকুর! আমি সাধুর আদেশ পালন করিব। প্রসাদ পাইলে ও বর চাহিলে যে মনের কথাই শুনা হইবে।" নারায়ণ তখন সেই সাধুপুরুষের নিকট গিয়া কৃষকের কথা বলিলেন। তখন ভগবানের সহিত সাধুপুরুষ অবিলম্বে সেই কৃষকের নিকট

আসিয়া বলিলেন "বৎস! তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। এখন তুমি নিজের মনের কথা শুনিতে পার।" কৃষক তখন সেই সাধুর ও তাহার পর নারায়ণের চরণে পতিত হইল। ভগবান্ স্বহস্তে সেই কৃষককে প্রসাদ দিয়া বলিলেন, "বৎস! এই প্রসাদ লও। এখন হইতে তুমি দুর্ল্ভ ভক্তিধনের অধিকারী হইলে।"

নিজের মনোমত কায করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত বলিয়া মানুষ এত দুঃখ ভোগ করে। নিজের মনই মানুষের চিরশত্রু। নিজের মন ভিন্ন মানুষের অন্য শত্রু নাই। তথাপি মনুষ্য নিজের মনের কথা শুনিয়া পুনঃ পুনঃ নরকে যাইতেছে। দেখ, কৃষক নিজের মনের কথা শুনে নাই বলিয়াই শ্রীভগবানের চরণে দুর্ল্ভ-ভক্তি লাভ করিল।

"চিত্তমূলো হি সংসারস্তৎ প্রযত্নেন শোধয়েৎ।
হন্ত চিত্ত-মহত্তায়াং কৈষা বিশ্বাসতা তব ॥ ১ ॥
মন এব জগৎ সর্ব্বং মন এব মহারিপুঃ।
মন এব হি সংসারো মন এব জগত্রয়ম্ ॥ ২ ॥"

৫। অবিচারে গুরুবাক্যে করিবে বিশ্বাস।

এক আচার্য্যের আশ্রমে দুই জন শিষ্য থাকিতেন। একটীর নাম গুরুশরণ ও অপরটীর নাম পরাক্রম। আচার্য্য তাহাদিগকে সর্ব্বদাই বলিতেন,—

"অবিচারে গুরুবাক্যে করিবে বিশ্বাস।"

গুরুশরণ নামেও যা কাজেও তা। কাজেই সর্ব্বদাই অবিচারে গুরুবাক্য পালন করিত। পরাক্রম গুরুর আদেশ শুনিতে যাইত কিন্তু কিছুতেই নিজের বিচার বুদ্ধি ছাড়িতে পারিত না। কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই গুরুশরণ প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিল। পরাক্রম নিজ বুদ্ধির দোষে জ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া গুরুর প্রতি দোষারোপ করতঃ বলিল—মহারাজ! আপনি গুরুশরণকে আমার অপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন। গুরু তখন তাহাকে কিছুই না বলিয়া পরদিন তাহাকে একটী মাটীর বেদী গড়িতে বলিলেন। বেদী গড়া শেষ হইলেই গুরুদেব বেদীটী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বলিলেন। বেদী ভাঙ্গা হইলেই গুরুদেব পুনরায় বেদী গড়িতে বলিলেন। এই রকম প্রায় পাঁচ ছয় বার করিলে পর, পরাক্রম বিরক্ত হইয়া বলিল—

একবার বেদী গড়িতে বলিতেছেন আবার তৎক্ষণাৎ উহা ভাঙ্গিতে বলিতেছেন। পুনঃ পুনঃ অনর্থক এরূপ করিয়া কি লাভ হইবে? গুরু তাহাকে কোনও উত্তর না দিয়া গুরুশরণকে পূর্ব্বের ন্যায় একবার বেদী গড়িতে ও পরক্ষণেই সেই বেদী ভাঙ্গিতে বলিলেন। এইরূপে গুরুর আজ্ঞামত গুরুশরণ হাসিতে হাসিতে পুনঃ পুনঃ বেদী গড়িতে ও ভাঙ্গিতে লাগিল। যখন পঁচিশ বার বেদী গড়া ও ভাঙ্গা হইল, পরাক্রম আর সহ্য করিতে পারিল না। সে তখন ক্রোধভরে গুরুশরণকে বলিয়া উঠিল "তুমি কি পাগল হইয়াছ যে অনর্থক একবার বেদী গড়িতেছ ও আর একবার ভাঙ্গিতেছ?" গুরুশরণ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল "ভাই! অবিচারিত ভাবে আজ্ঞা-পালনই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। তাঁহার আজ্ঞা ভাল কি মন্দ, আমি একবার ভুলিয়াও বিচার করি না। গুরুদেবই বুঝেন আমার কিসে ভাল হয় ও কিসে মন্দ হয়। আমি যদি নিজেই তাহা বুঝিতে পারিব, তাহা হইলে আর গুরুর আশ্রয় লইবার কি প্রয়োজন ছিল? ভাই! গুরুর আজ্ঞা অবিচারিত ভাবে পালন করিতে না শিখিলে সকল শ্রমই বৃথা।" গুরু তখন হাসিয়া পরাক্রমকে বলিলেন "এখন বুঝিলে কেন আমি গুরুশরণকে অধিক ভালবাসি?"

তোমরাও পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের কথা শুনিতে শিখিবে। তোমার কিসে ভাল হয় তাহা তাঁহারাই বুঝেন, তুমি বুঝ না। তাঁহাদের আদেশ তোমার যতই অসম্ভব বা অন্যায় মনে হউক না কেন, কখনও বিরক্ত হইও না। সকল সময়েই আনন্দের সহিত তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিবে। তাহা হইলে তোমাদের যে কত ভাল হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না।

শুভং বাশুভমন্যদ্বা যদুক্তং গুরুণা ভুবি।
তৎ কুর্য্যাদবিচারেণ শিষ্যঃ সন্তোষসংযুতঃ ॥ ১ ॥
দুর্লভো বিষয়ত্যাগো দুর্লভং তত্ত্বদর্শনম্।
দুর্লভা সহজাবস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা ॥ ২ ॥

৬। হরিপ্রিয়া রামনামে হেঁটে গঙ্গা তরে।

গঙ্গাতীরে কোনও গ্রামে একজন কথক কথা বলিতেন। হরিপ্রিয়া নামে এক ধনবান্ চণ্ডালের কন্যা গঙ্গার অপর পারে বাস করিত। সে প্রত্যহ খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া শুনিতে আসিত। কিছুদিন পরে কথক ঠাকুর, বিশ্বাসেই ভগবান মিলে অন্য কোনও উপায়ে তাঁহাকে মিলে না, এই বিষয়ে কথা বলিলেন। কথায় কথায় বলিলেন,—

"রামনাম দৃঢ়া নৌকা সংসারার্ণব-তারিণী।
ফলং বিশ্বাসিনাং চৈব নান্যেষাং তু কদাচন॥"

কথা শেষ হইলে হরিপ্রিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, রাম নাম করিলে সংসার সমুদ্রই পার হওয়া যায়, তবে আর আমি খেয়া নৌকায় কেন গঙ্গাপার হইব? এই মনে করিয়া হরিপ্রিয়া আর খেয়া ঘাটে নৌকা চড়িল না। নিজের বাটীর ঠিক আড়পারে আসিয়া গঙ্গায় নামিল।

গঙ্গার জল হাঁটু হইতে উরু পর্য্যন্ত হইল। উরু হইতে কোমর পর্য্যন্ত উঠিল। হরিপ্রিয়া অনবরতই রাম রাম বলিতে বলিতে জলের ভিতর যাইতে লাগিল। জল বাড়িতে বাড়িতে ক্রমশঃই গলা পর্য্যন্ত আসিল। হরিপ্রিয়ার তখনও একটু ভয় কি সন্দেহ হইল না। সে অনবরত রাম রাম বলিতে বলিতে গঙ্গার ভিতর যাইতে লাগিল! তাহার পর গঙ্গার জল তাহার নাক অবধি উঠিল। সে হাঁপাইয়া উঠিল কিন্তু তখনও ছাড়িল না। তৎক্ষণাৎ হরিপ্রিয়ার পরীক্ষা শেষ হইল ও জল কমিয়া গেল। হরিপ্রিয়া হাঁটিয়াই গঙ্গাপার হইল। সেইদিন হইতে প্রত্যহই

'হরিপ্রিয়া রাম নামে হেঁটে গঙ্গা তরে।'

তাহার সর্ব্বদাই একান্ত ইচ্ছা যে, কথক ঠাকুরকে একদিন তাহার বাড়ী লইয়া আসে। কিন্তু নিজে জাতিতে চণ্ডাল ও কথক ঠাকুর ব্রাহ্মণ। কাজেই ভয়ে বলিতে সাহস পাইত না। ক্রমশঃ তাহার আগ্রহ এত বাড়িল যে, সে আর না বলিয়া থাকিতে পারিল না। কথক ঠাকুর জানিত যে, সে চণ্ডালের কন্যা হইলেও তাহার পিতা ধনী। কাজেই ধনলোভে তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। কথা শেষ হইলে কথক তাহার সঙ্গে তাহার বাড়ী যাত্রা করিল। হরিপ্রিয়া খেয়া ঘাটে

আসিলে কথক মনে করিল, সে খেয়া নৌকায় চড়িবে! কিন্তু হরিপ্রিয়া যখন খেয়াঘাট ছাড়িয়া চলিল, তখন কথক ঠাকুরের মনে বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হইল। তথাপি কথক ঠাকুর তাহাকে কিছু বলিল না। নিজের বাড়ীর অপরপারে যাইয়া হরিপ্রিয়া রাম রাম বলিতে বলিতে জলে নামিল। কথক তখন বুঝিতে পারিল "রামনাম দৃঢ়া নৌকা" এই কথায় বিশ্বাস করিয়া হরিপ্রিয়া হাঁটিয়াই গঙ্গাপার হইতে চাহে। ভয়ে কথকের মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু লজ্জায় কিছুই বলিতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া জলে নামিল। জল হরিপ্রিয়ার হাঁটুর উপর উঠিল না। নাস্তিক কথকের কিন্তু জল ক্রমশঃই অধিক হইতে লাগিল। তথাপি লজ্জায় ও ভয়ে কথক চুপ করিয়া হরিপ্রিয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। পরে যখন জল কথকের গলা অবধি উঠিল, কথক ছুটিয়া গিয়া তীরে উঠিল। হরিপ্রিয়ার তখনও হাঁটু জল। হরিপ্রিয়া কথককে বলিল "ঠাকুর, রাম রাম বলিতে বলিতে আসুন—কোনও ভয় নাই।" তখন কথক নিজের জুয়াচুরী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া বলিল, "দূর, তুই এক অংশ বলিলি আর এক অংশ ভুলিয়া গেলি—"ফলং বিশ্বাসিনাং চৈব নান্যেষাং তু কদাচন।" এই বলিয়া কথক ঠাকুর চলিয়া গেল। হরিপ্রিয়া মনের দুঃখে একাই

হাঁটিয়া গঙ্গাপার হইয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইল। জুয়াচোর কথক হরিপ্রিয়ার ন্যায় সাধু পাইয়াও তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, যে নাস্তিক সেই নাস্তিকই রহিল।

"অসংশয়বতাং মুক্তিঃ সংশয়াবিষ্ট-চেতসাম্।
ন মুক্তি-র্জন্ম-জন্মান্তে তস্মাদ্ বিশ্বাস-মাপ্নুয়াৎ ॥ ১ ॥
যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ২ ॥
যথা সঙ্কল্পয়েৎ বুদ্ধ্যা যদা বা মৎপরঃ পুমান্।
ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা সৎ সমুপাশ্নুতে ॥ ৩ ॥"

৭। বিশ্বাসে বৈকুণ্ঠ মিলে তর্কে বহুদূর।

কোন গ্রামে এক ধূর্ত্ত, দুষ্ট ব্রাহ্মণ ছিল। সে নানা অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিত। কিন্তু তথাপি তাহার কুলান হইত না। কেননা তাহার লোভের অন্ত ছিল না। মৎস্য ভোজন করিবার লোভ তাহার বড়ই প্রবল ছিল। মাছ খাইয়া তাহার লোভ আরও বাড়িতে লাগিল। পরিশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিল যে, গ্রামের কোনও মেছুনীকে যদি ঠকাইয়া শিষ্য করিতে পারি, তাহা হইলে আর মাছের অভাব থাকিবে না। এই স্থির করিয়া সে একজন বোকা মেছুনীর সন্ধান করিতে লাগিল।

কিছুদিন সন্ধান করিতে করিতে সে তাহার মনোমত একটী মেছুনী পাইল। তাহার কোন বুদ্ধি নাই মনে করিয়া সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সেই ধর্ম্মিষ্ঠা মেছুনীকে বলিল "মেছুনী, তুই মন্ত্র লইবি ?" সেই মেছুনী অতিশয় পুণ্যাত্মা, কাযেই ব্রাহ্মণ যে এত পাপাত্মা, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সে অতিশয় আগ্রহের সহিত বলিল "আমার কি এমন ভাগ্যও হবে ? আমি নীচ জাতি। আপনি

ব্রাহ্মণ। আপনি কি আর এ অধমকে দীক্ষা দিবেন ?” ব্রাহ্মণ বলিল “তা তুমি হীনজাতি হইলে কি হয় ? তোমার যখন এত আগ্রহ, আমি তোমার প্রতি কৃপা করিব।” মেছুনীর মনে এখন একটু আশার সঞ্চার হইল। তাহার বহুদিন হইতে একান্ত ইচ্ছা যে, দীক্ষিত হইয়া সে পরকালের গতি করে। কিন্তু জাতিতে মেছুনী, কেহই তাহাকে দীক্ষা দিবে না, এই আশঙ্কায় সে নিজের একান্ত আগ্রহ নিজের মনেই চাপিয়া রাখিয়া সেই দীনবন্ধু, সেই অশরণের শরণ, সেই অগতির গতি ভগবানকে মনে মনে সর্ব্বদা কাতরভাবে নিবেদন করিত। যখন ব্রাহ্মণ তাহাকে ঠকাইবার জন্য দীক্ষার প্রস্তাব করিল, তখন মেছুনী সেই দুরাত্মা ব্রাহ্মণের দিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়া মনে করিল “এতদিনে বুঝি শরণাগত-বৎসল আমার অশেষ পাপ ক্ষমা করিয়া আমার প্রতি কৃপা করিতে পারিলেন।” তবে “শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি” এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়াই মেছুনীর মনে প্রবল আশার সঙ্গে সঙ্গে ঘোর আশঙ্কার উদয় হইল। তখন মেছুনী ব্যাকুল হইয়া বলিল “আমাকে কি করিতে হইবে ?” পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিল “তুমি শীঘ্র গঙ্গাস্নান করিয়া আইস, তোমায় আর কিছুই করিতে হইবে না। তোমার হইয়া আমি সকল কাজই করিব।” মেছুনী

ছুটিয়া যাইয়া মহানন্দে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল। তখন সেই দুরাত্মা ব্রাহ্মণ তাহার কাণে কাণে মন্ত্র দিল—"আয় ছাগলি পাতা খা।" মেছুনী একবার মনেও ভাবিল না সেই মন্ত্রে কি করিয়া ভগবান্ মিলিতে পারে। সেই কাঙ্গালের নাথ তাহার সদ্গতির জন্য ঐ ব্রাহ্মণকে খাড়া করিয়াছেন, তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইল। সে প্রগাঢ় বিশ্বাসের সহিত সেই মন্ত্রই জপ করিতে লাগিল। এ দিকে ব্রাহ্মণের খাবার সুখের আর সীমা নাই। মেছুনী প্রত্যহ প্রাতঃকালেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল মাছটীই গুরুকে নিবেদন করিয়া বাজারে মাছ বেচিতে যাইত।

এইরূপে বহুদিন গত হইলে পর, একদিন সেই শঠ ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিল "কি আশ্চর্য্য! আমি উহার সহিত এই দারুণ প্রবঞ্চনা করিলাম। মনে করিয়াছিলাম দুইদিন পরেই ধরা পড়িব। কিন্তু কৈ? এখনও প্রগাঢ় ভক্তিভরে প্রত্যহই আমাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাছটীই দিয়া যাইতেছে! সে নিশ্চয়ই কিছু লাভ করিয়াছে নতুবা এতদিন আমার বদ্‌মাইসি নিশ্চয়ই ধরিয়া ফেলিত।" এই মনে করিয়া সেই দুরাত্মা মেছুনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মেছুনী তুই যে এতদিন মন্ত্র জপ করিতেছিস্, তোর কি লাভ হইল?" মেছুনী ঘাড় হেঁট্ করিয়া বলিল

"মহারাজ আর আমি নিজমুখে কি করিয়া বলি।" তাহার পর সেই ভণ্ড ব্রাহ্মণের পীড়াপীড়িতে মেছুনী বলিল "আজ্ঞা আমি প্রত্যহ একটী ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া গঙ্গাতীরে রাখিয়া স্নান করিয়া ইষ্ট-মন্ত্র জপ করি আর শ্রীভগবান্ ছাগলি হইয়া আসিয়া সেই ডাল হইতে পাতাগুলি খাইয়া যান।"

সেই নাস্তিক ব্রাহ্মণ শুনিয়াই ত একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। সেই পাপিষ্ঠ এতদিনে বুঝিয়াছে যে, মেছুনী তাহার মত দুষ্ট নহে ও সে কখনও মিথ্যা কথা বলিতে পারে না। খানিক নিস্তব্ধ হইয়া থাকিয়া শেষে বলিল "আমাকে দেখাতে পারিস ?" ভক্তা মেছুনী নাস্তিক ব্রাহ্মণকে বলিল "আপনার আজ্ঞা হইলে পারি।" তখন সেই দুরাচার ব্রাহ্মণ সেই ভগবানের কৃপাপাত্রীর সহিত চলিল। মেছুনী নিত্য যেমন করে সেইদিনও সেইরূপ একটী গাছের ডাল লইয়া গঙ্গাতীরে রাখিয়া স্নান করতঃ গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া জপ করিতে লাগিল—"আয় ছাগলি পাতা খা।" শ্রীভগবান্ও ভক্তের কাতর ডাকে থাকিতে না পারিয়া ছাগলিরূপে আসিয়া সেই ডালের পাতা খাইতে লাগিলেন। নাস্তিক ব্রাহ্মণ সম্মুখে থাকিয়াও কিছুই দেখিতে পাইল না। তথাপি সেই নাস্তিক ব্রাহ্মণের মেছুনীর কথায় সন্দেহ হইল না। সে বলিল "কৈ ? আমি ত

কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" মেছুনী বলিল "আজ্ঞা ঐ যে পাতা খাচ্চেন" তখন সেই দুরাত্মা শঠও ডালের দিকে তাকাইয়া দেখে ডালের পাতা সত্য সত্যই কমিয়া যাইতেছে।

তখন সেই নাস্তিক লোভী শঠ ব্রাহ্মণেরও সাধুসঙ্গে জ্ঞান হইল। সে ছুটিয়া যাইয়া মেছুনীর পায়ে পড়িল। মেছুনী একেবারে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল "কি করেন? কি করেন? আমার ঘোর অকল্যাণ করিবেন না।" ব্রাহ্মণ কোন বাধাই মানিল না—না মানিল জাতির অভিমান— না মানিল লোভের টান—না মানিল দুষ্প্রবৃত্তির প্রেরণা। সে বল পূর্ব্বক সেই ভক্তিনিষ্ঠা মেছুনীর চরণ দুখানি জড়াইয়া ধরিল ও ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল "আমায় রক্ষা করুন। আপনিই আমার গুরু। আপনিই আজ এই ঘোর দুর্ব্বৃত্তকেও জ্ঞান দিলেন। আমি বুঝিলাম "বিশ্বাসে বৈকুণ্ঠ মিলে তর্কে বহুদূর। আমি আপনার চরণে শরণাগত।" এই বলিয়া সেই শঠ ব্রাহ্মণ আত্মপরিচয় দিল।

সাধুসঙ্গে সেই দুর্ব্বৃত্ত নাস্তিক ব্রাহ্মণও যখন দিব্যজ্ঞান লাভ করিল, তখন সেই ভক্তিনিষ্ঠা মেছুনী স্বয়ং যে "আয় ছাগলি পাতা খা" এই মন্ত্র জপ করিয়া সদ্গতি লাভ করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

"ন কর্ম্মণা ন তপসা ন জপৈ র্নাসনাদিভিঃ।
ন জ্ঞানেন ন চান্যেন বশ্যোহহং শ্রদ্ধয়া বিনা ॥১॥
শ্রদ্ধা ময্যস্তি চেৎ পুংসো যেন কেনাপি হেতুনা।
বশ্যঃ স্পৃশ্যশ্চ দৃশ্যশ্চ পূজ্যঃ সম্ভাষ্য এব চ ॥২॥
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোহপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥৩॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥৪॥"

৮। অভিমানের কুলা, সর্ব্বনাশের মেলা।

এক বনে কতকগুলি শৃগাল বাস করিত। তাহারা শৃগাল হইলেও তাহাদের ভেদবুদ্ধি ছিল না। তাহারা সকলেই ভাই ভাইএর মত থাকিত। কাযেই তাহাদের মধ্যে কলহ বিবাদ কিছুই ছিল না। তাহারা পরম সুখেই কাল কাটাইত। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই জানিত না।

একদা সেই বনে এক রাজা তাহার সৈন্যাদি লইয়া মৃগয়া করিতে আসিল। শৃগালেরা সেই রাজাকে দেখিয়া মনে করিল, না জানি সেই রাজ্যের লোকেরা কত সুখেই থাকে। সেই রাজ্যবাসীরা যে ভেদবুদ্ধির প্রভাবে তাহাদের অপেক্ষা অনেক দুঃখভোগ করে, তাহা শৃগালেরা বুঝিতে পারিল না। অতএব তাহারা মনে করিল, আহা! আমাদের যদি রাজা থাকিত, তাহা হইলে আমরাও ঐরূপ সুখে থাকিতে পারিতাম। এই মনে করিয়া তাহারা সকলেই একবাক্যে স্থির করিল যে, তাহাদের একজনকে রাজা করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প করিয়া তাহারা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠকে রাজা করিল। ভেদবুদ্ধিহীন শৃগালদের মধ্যে এত-

ক্ষণে ভেদবুদ্ধি প্রবল ভাবে জাগিয়া উঠিল। কাযেই তাহারা মনে করিল, যাহাকে রাজা করা হইল সেও আমাদের মত দেখিতে, তবে আর রাজা ও প্রজায় কিরূপ প্রভেদ হইল। এই মনে করিয়া তাহারা ভেদ বুদ্ধির বশে শৃগালরাজকে ভিন্নবেশে সাজাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। অথচ রাজার বেশের যোগ্য কিছুই দেখিতে পাইল না। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানে একখানি ভাঙ্গাকুলা দেখিয়া তাহারা মনে করিল, যদি এইখানি শৃগালরাজের মস্তকে বাঁধিয়া দিই তাহা হইলেই ইহা রাজমুকুটের কার্য্য করিবে। সকলেই একবাক্যে ইহা স্থির করিল। শৃগালরাজও এই প্রস্তাবে পরম আনন্দিত হইল। তখন সেই কুলাখানি সকলে মিলিয়া মহা-সমারোহে সেই শৃগালরাজের মাথায় খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল। সেই মুকুটের কি আশ্চর্য্য শক্তি! মাথায় বাঁধিবামাত্র শৃগালরাজ ভুলিয়া গেল যে, সেও অন্যান্য শৃগালের ন্যায় একটী শৃগাল মাত্র। তাহাতে ও অন্যান্য শৃগালে কোন প্রভেদ নাই। শৃগালরাজ সেই মুকুট মাথায় বাঁধিয়া রাজকার্য্য আরম্ভ করিল। ভেদবুদ্ধির প্রভাবে তাহা প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয় হইয়া উঠিল। অন্যের অপেক্ষা বড় হইতে যাইলে যে বিষময় ফলভোগ করিতে হয়, সেই বিষময়

ফল শৃগালরাজ একটু একটু করিয়া আস্বাদ করিতে লাগিল। অল্পদিনেই শৃগালরাজ অহঙ্কারে বিলক্ষণ মত্ত হইয়া উঠিল। যে দুদিন আগে নিজেকে অন্যের ন্যায় মনে করিত, আজ দুদিন মাত্র রাজমুকুট পরিয়াই, আমি সকলের রাজা, আমি সকলের শ্রেষ্ঠ, এই অভিমানে মত্ত হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম সব একেবারে বিসর্জ্জন দিল। অহঙ্কারের কুলা তাহাকে দুদিনেই আগেকার সকল কথাই ভুলাইয়া জ্ঞানহারা করিয়া দিল।

কালক্রমে একদিন যমের মত এক দুর্দ্দান্ত ব্যাধ সেই বনে মৃগয়া করিতে আসিল। তাহার সঙ্গে কতকগুলি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কুকুর ছিল। ব্যাধ ইঙ্গিত করিবামাত্র কুকুরগুলি শৃগালদিগকে আক্রমণ করিল। তখন তাহারা প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণপণে দৌড়িয়া সকলেই এক একটী গর্ত্তে আশ্রয় লইল। কিন্তু শৃগালরাজ দৌড়িয়া গিয়া যেই গর্ত্তে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল, অমনি সেই অভিমানের কুলা তাহাকে প্রবেশ করিতে দিল না। তখন শৃগালরাজ প্রাণভয়ে সেই অভিমানের কুলা পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু যাহা অতি যত্নে শক্ত করিয়া বাঁধা হইয়াছি[illegible] বিপদে তাহা শত চেষ্টাতেও খুলিতে পারিল না। শৃগালরাজ

একবার এ গর্ত্তে একবার ও গর্ত্তে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, হায়! হায়!
"অভিমানের কুলা সর্ব্বনাশের মেলা।"
এদিকে কুকুরগুলি দেখিল সকল শৃগালগুলিই গর্ত্তের মধ্যে পলাইয়াছে। তখন তাহারা সকলেই একসঙ্গে শৃগালরাজকে আক্রমণ করিল। শৃগালরাজ তখন অভিমানের কুলা লইয়া গর্ত্তে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল। কুকুরগুলি একদণ্ডেই সেই শৃগালরাজকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল।

আহা! সেই নির্ব্বোধ শৃগাল অভিমানের কুলা পরিয়া একেবারে প্রাণে বিনষ্ট হইল। সঙ্গদোষেই তাহার মাথায় এই অভিমানের কুলা চাপিল। যতদিন তাহারা রাজা দেখে নাই, ততদিন তাহাদের ভেদবুদ্ধি ছিল না ও কেহই আপনাকে বড় মনে করিত না। রাজাকে দেখিবামাত্রই ভেদবুদ্ধি তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ শৃগাল যদি রাজা হইয়া কুলা বাঁধিতে না চাহিত, তাহা হইলে এই মহাবিপদে রক্ষা পাইতে পারিত। কিন্তু যখন অন্যে তাহাকে বড় করিতে চাহিল ও সেও আনন্দের সহিত বড় হইতে স্বীকার করিল, তখনই তাহার অভিমানের কুলা মাথায় চড়িল ও অবশেষে মহাবিপদের কারণ হইল।

সকল মনুষ্যই এই শৃগালের মত। ভেদবুদ্ধি না থাকিলে তাহারা পরম সুখেই কাল কাটাইতে পারে। সঙ্গদোষেই ভেদবুদ্ধি হয়। এই ভেদবুদ্ধি হইলেও যদি মনুষ্য নিজকে বড় মনে না করিয়া ছোট মনে করে, তাহা হইলে যমভয়ে বৈকুণ্ঠ-গর্ত্তে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারে। কিন্তু একবার যদি মনুষ্য কোন ছুতা করিয়া আপনাকে বড় মনে করিতে থাকে, তাহা হইলে সে অন্তিমে সেই অভিমানের কুলাবদ্ধ শৃগালরাজের ন্যায় পরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। সে মৃত্যুকালে যম-ভয়ে ভীত হইয়া যতই অভিমান ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠনাথের শরণ লইতে চেষ্টা করে, ততই অভিমান তাহাকে আট্‌কাইয়া দেয়। শেষে অভিমান ত্যাগ করিতে না পারিয়া সেই কাঙ্গালের নাথ দীনশরণের চরণে স্থান হইতে সে বঞ্চিত হয়।

"আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ শয়নাৎ সহভোজনাৎ। সঞ্চরন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসা॥
বিষং বিষয়-বৈষম্যং ন বিষং বিষমুচ্যতে। জন্মান্তরঘ্না বিষয়া একজন্মহরং বিষম্॥
অবিশেষেণ সর্ব্বং তু যঃ পশ্যতি চিদন্বয়ম্। স এব সাক্ষাদ্বিজ্ঞানী স শিবঃ স হরির্বিধিঃ॥
সম্মানাৎ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব। অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা॥৪॥"

"ব্যাঙ্ বলে পদ্মফুল জন্ম লয় পাঁকে।
ভোম্‌রা শুধু মন মাতান গন্ধ মধু দেখে।"

একটী পুকুরে একটী পদ্মফুল ফুটিয়া ছিল। পুকুরের নির্ম্মল জলে প্রস্ফুটিত পদ্ম-ফুলটিকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। একটী পথিক সেই পদ্মফুলটী দেখিয়া পরম আনন্দিত হইল। তাহার ভিতর হইতে কে যেন বলিতে লাগিল, পদ্মফুলটী লও। উহা রূপে ও গুণে তুল্য। যেমন সদ্‌গন্ধ তেমনিই মধুভরা। পথিক কিন্তু জল দেখিয়া ভয় পাইল। অমনি তাহার মন ওজর সৃষ্টি করিতে লাগিল। পথিক তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ফুলটি কি শুধু দেখিতেই সুন্দর? না উহার কিছু গুণও আছে? যাহা কেবল বাহিরে দেখিতে ভাল, ভিতরে কিছুই নাই, সে জিনিষ ত লওয়া উচিত নয়। বরং বাহিরে দেখিতে ভাল নয় অথচ ভিতরে ভাল, তাহাই লওয়া উচিত।

এইরূপ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পথিক স্থির করিল, এই ফুলটীর কোন গুণ আছে কি না উহার সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। এই মনে করিয়া সে ব্যাঙ্‌কে

ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভাই! তুমি ত ঐ ফুলটীর সঙ্গে সর্ব্বদাই থাক। বলিতে পার কি,—উহার কি কোন গুণ আছে? না শুধু দেখিতেই ভাল। পথিকের কথা শুনিয়া ব্যাঙ্ বলিল, দেখ সব জিনিষই দুই রকমে ভাল। এক জন্মে, অপর নিজ গুণে। ফুলটার এই দুইটীর একটীও নাই। উহার জন্ম দুর্গন্ধময় পাঁকে। আর উহার নিজের গুণের কথা কি বলিব? উহার সর্ব্বাঙ্গেই কাঁটা! একটু যদি কাছে ঘেঁসে যাই তো সর্ব্বাঙ্গে রক্তপাত হয়। ঐ যে হাসিমাখা মুখখানি দেখিতেছ, উহা কেবল নিজের কদর্য্য জন্ম ও গুণ ঢাকিবার জন্য। শুনি ভিতরে মধু আছে। আমরা তো কোন দিন দেখি নাই। পথিকের মনের অনুকূল হওয়ায় পথিকের এই কথায় খুব আস্থা হইল। কিন্তু তথাপি পথিক কিছুতেই ফুলটী ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। তখন সে মাছ ও কচ্ছপকে পৃথক পৃথক করিয়া পদ্মফুলের কথা জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু তাহারাও দুই জনেই ঠিক্ ব্যাঙের মত উত্তর দিল। যেন তাহারা এক সঙ্গে [illegible]মর্শ করিয়া রাখিয়াছিল। দুষ্ট পথিক তখন পদ্মফুলটী অতি নিকৃষ্ট বস্তু, এই ঠিক্ স[illegible] ব্রাহ্মরোচি[illegible]হইল। ঠিক্ সেই সময়, দূর হইতে একটা "গুণ্ গুণ্" শব্দ

... গেল। তখন পথিক তাকাইয়া দেখিল, একটা ক্ষুদ্র কাল জন্তু দূর হইতে প্রাণভ'রে গুণ গুণ শব্দ করিতে করিতে পাগলের মত পদ্মফুলের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সেটী ভ্রমর। ভ্রমর কোন দিকে না তাকাইয়া একেবারে পদ্মফুলের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরেই ভ্রমর পুনরায় গুণ গুণ শব্দ করিতে করিতে সেই পদ্মের রজঃ মাখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বাহির হইয়া আসিল। তখন পথিক ভাবিল, ভাল ইহাকেই একবার ফুলের ভিতরের খবরটা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি না কেন? এ তো ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। ব্যাঙ, মাছ ও কচ্ছপের ন্যায় ত কাছে কাছে ঘুরিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। পথিক তখন ভ্রমরকে ডাকিয়া বলিল, ভাই! তুমি ফুলের ভিতরের খবর কিছু আমায় বলিতে পার কি? কে যেন আমার কাণে কাণে সর্ব্বদাই বলিতেছে, ঐ ফুল দেখিতে যত সুন্দর, গুণে তার চেয়ে আর ... অধিক। তথাপি আমি নিজ দুর্ব্বুদ্ধিবশে যাহারা বাহির হইতে সম্বন্ধ করিয়াছে, সেই ব্যাঙ, মাছ ও কচ্ছপের কথাই অকাট্য মনে করিয়া এই অপরূপ ফুলটী ত্যাগ করিয়া যাইতে

উ[illegible] হইয়াছি। এমন সময় তুমি গুণ গুণ করিয়া ইহার অশেষ গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে আসিলে। এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তুমিই এই ফুলটীর প্রকৃত সংবাদ জান। ভাই, তুমি কৃপা করিয়া যদি ঐ ফুলটীর কিছু প্রকৃত সংবাদ দাও, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই।

পথিকের কাতর ভাব দেখিয়া ভ্রমরের কৃপা হইল। তখন ভ্রমর বলিল ভাই, যাকে তাকে জিজ্ঞাসা করিলে কি প্রকৃত সংবাদ পাওয়া যায়? বরঞ্চ দূরের লোকও ভাল, তথাপি যে কাছে থাকিয়াও পর, যে নিকটে থাকিয়াও অন্তরঙ্গ নহে, তাহাকে কখনও জিজ্ঞাসা করিবে না। দূরের লোকও কিছু দেখিতে পায়, কিন্তু যে নিকটে থাকিয়াও অন্তরঙ্গ নহে, সে কেবল বিকৃতই দেখে। ভাই, এ ফুলের কথা আর কি বলিব! ইহার রূপ ত তুমি দেখিতেছই। ইহার যদি নিকটে যাও দেখিবে, ইহার সদ্‌গন্ধে তোমার প্রাণ মাতিয়া উঠিবে। ইহার ভিতর এক রকম পদার্থ আছে, [illegible] করিল। [illegible] কি মিষ্ট, যে একবার খাইয়াছে সেই বুঝিয়াছে। তাহা আর তুলনা দিয়া বুঝাইবার [illegible]মর্শ করি[illegible]না! সারাদিন গুণ গুণ করিয়াও তাহার গুণ বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

স[illegible] ব্রাহ্মণের [illegible]র্ব্বুদ্ধি দূর হইল। তখন সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল :—

"ব্যাঙ্ বলে পদ্মফুল জন্ম লয় পাঁকে।
ভোম্‌রা শুধু মন-মাতান গন্ধ মধু দেখে।"

পদ্মফুলটী পাইবার আগ্রহ তখন তাহাকে মাতাইয়া তুলিল। তখন পথিক নিজ পথ ছাড়িয়া দিল ও পদ্মফুলটী কি করিয়া পাইবে ইহাই তাহার ব্রত হইয়া উঠিল।

"শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্
সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ ॥ ১ ॥"

"শ্রীগুরুং পরতত্ত্বাখ্যং ভাস্বন্তং চক্ষুরগ্রতঃ।
ভাগ্যহীনা ন পশ্যন্তি অন্ধাঃ সূর্য্যমিবোদিতম্ ॥ ২ ॥"

"সংসার-বিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে হ্যমৃতোপমে।
কদাচিৎ কেশবে ভক্তিস্তদ্ভক্তৈর্বা সমাগমঃ ॥ ৩ ॥"

১০। "সাধুর চরণ ধ'রে আত্মবুদ্ধি তরে।"

আত্মবুদ্ধি নামে এক পরম ভক্ত ছিল। তাহার নিজের উপর বিশ্বাস বড়ই প্রবল ছিল। সে সর্ব্বদাই বিচার করিয়া যাহা ভাল বুঝিত, তাহাই করিত। তাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও সে কখনই কুণ্ঠিত হইত না। অবিচারিত বিশ্বাস তাহার কখনও কোনও বিষয়ে ছিল না। কি সাধুবাক্য, কি শাস্ত্রবাক্য, যদি উহা তাহার নিজ বুদ্ধিতে ভাল বোধ না হইত তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ উহা অগ্রাহ্য করিত। কাযেই ভগবান্‌কে পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও উহা সর্ব্বদাই বিফল হইত। অতএব আত্মবুদ্ধিকে বহুজন্ম সংসার পথে ঘুরিতে হয়। শত শত জন্ম চেষ্টা করিয়া আত্মবুদ্ধির ভগবান্‌কে পাইবার ইচ্ছা এতই প্রবল হইল যে, ভক্তানুগ্রহকাতর ভক্তবৎসল ভগবান্ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। জন্ম জন্মান্তর করিল। কি[illegible]থায় আটকাইতেছে, জানাইয়া দিবার জন্য অকিঞ্চন নামে এক পরম অহৈতুক [illegible]ত্মবুদ্ধির নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

[illegible]মর্শ করিয়[illegible] স[illegible] ব্রাহ্মণোচি[illegible]অনেক বুঝাইলেন। "দেখ মানুষ নিজের বুদ্ধিতে চলিয়াই পুনঃ